বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

৪৬তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

(সারসংক্ষেপ)

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০

প্রকাশক
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ইউজিসি ভবন, প্লট # ই-১৮/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৬০১০০, ৫৮১৬০২০৮
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৬০২০২, ৫৮১৬০২০৬
ই-মেইল: chairman@ugc.gov.bd
ওয়েব: www.ugc.gov.bd

ইউজিসি প্রকাশনা নম্বর-২১৫

সম্পাদনা পরিষদ

১।	প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, চেয়ারম্যান, ইউজিসি	-	প্রধান পৃষ্ঠপোষক
২।	প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, সদস্য, ইউজিসি	-	প্রধান সম্পাদক
৩।	প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, সদস্য, ইউজিসি	-	সদস্য
৪।	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, সদস্য, ইউজিসি	-	সদস্য
৫।	প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, সদস্য, ইউজিসি	-	সদস্য
৬।	প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের, সদস্য, ইউজিসি	-	সদস্য
৭।	ড. ফেরদৌস জামান, সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইউজিসি	-	সদস্য
৮।	জনাব মোঃ ওমর ফারুখ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), রিসাপা ডিভিশন, ইউজিসি	-	সদস্য
৯।	জনাব নাহিদ সুলতানা, অতিরিক্ত পরিচালক, রিসাপা ডিভিশন, ইউজিসি	-	সদস্য
১০।	জনাব মোঃ শাহীন সিরাজ, উপ-পরিচালক (পাবলিকেশন), রিসাপা ডিভিশন, ইউজিসি	-	সদস্য-সচিব

তথ্য সংগ্রহ, পরিমার্জন-পরিবর্ধন, বিশ্লেষণ ও গবেষণা
শাহীন সিরাজ, জালাল আহম্মদ, বিশ্বনাথ বিশ্বাস ও সৃজন চক্রবর্তী

মুদ্রণ
আনিকা প্রিন্টিং প্রেস
৩১, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫

Summary of the UGC Annual Report 2019
Published by the University Grants Commission of Bangladesh
UGC Bhaban, Plot# E-18/A, Agargaon Administrative Area
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Phone: +88-02-58160100, 58160208
Fax: 88-02-58160202, 58160206
E-mail: chairman@ugc.gov.bd
Web: www.ugc.gov.bd
UGC Publication Number-215

প্রাক্‌কথন

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। এই আইনটিকে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবস থেকে কার্যকর করা হয়। উক্ত আদেশের ১২ নম্বর ধারায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সংবলিত ইউজিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপনের বিধান রয়েছে। এই আদেশে সরকার কর্তৃক ইউজিসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইউজিসি যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউজিসি'র ২০১৯ সালের সার্বিক কর্মকাণ্ডের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশপূর্বক ৪৬তম বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে প্রথমবারের মত বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো।

উচ্চশিক্ষার পরিধি ও ব্যাপ্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যমান অবকাঠামো ও জনবল দিয়ে উচ্চশিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বমানের উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা ইউজিসি'র জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৯ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে ১৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (৪৬টি পাবলিক ও ৯৪টি বেসরকারি) ৪৪,৩৪,৪৫১ জন শিক্ষার্থী (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূতসহ) অধ্যয়নরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন ও গতিশীলতা আনয়নে এবং তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য জনবল ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি।

একুশ শতকে একটি আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্ব দরবারে টিকে থাকার জন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূতিকাগার। বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্তাদীপ্ত ও মানবিক বোধসম্পন্ন জাতি গঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ ও শতবছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) প্রভৃতির সফল বাস্তবায়নের জন্য দরকার তথ্য-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী। আর সে লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবশক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে তোলার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ কর্মক্ষম। এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমেই উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। দেশের এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে দক্ষ করে গড়ে তুলে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার নানামুখী সংস্কার ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। বৈশ্বিক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন, ফলভিত্তিক (আউটকাম বেইজড্) শিক্ষা ও গবেষণায় অধিকতর গুরুত্বারোপ, গবেষণালব্ধ ফলাফলের বাণিজ্যিকীকরণ ও ইউনিভার্সিটি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন দরকার। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের উচ্চশিক্ষাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উচ্চশিক্ষার কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত

হলে দেশের উচ্চশিক্ষা সুসংহত হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত হবে।

ইউজিসি কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এর সারসংক্ষেপ সরকার, শিক্ষা বিষয়ক নীতি-নির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা করার জন্য প্রকাশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদনা পরিষদ ও প্রকাশনা শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য

সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞান অর্জনের পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের (খ্রি. পূ. ৪৬৯-৩৯৯) সময় থেকেই জ্ঞান বা শিক্ষা পিপাসুদের নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও রয়েছে নিজস্ব ইতিহাস। শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রযুক্তির কল্যাণে সভ্যতার ক্রমবিকাশে আজ আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ এক উত্তরাধুনিক যুগে উপনীত হয়েছি। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, সম্প্রসারণ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে একটি মেধাসম্পন্ন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা প্রদানের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা জাতির সামনে তুলে ধরেন। উক্ত আদেশের ১২ নম্বর ধারানুযায়ী বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং কমিশনের বার্ষিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত নীতিনির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নসহ একটি সামগ্রিক ধারণা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এ প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে প্রথমবারের মত বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো।

১৯৭৩ সালে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১টিতে। এর মধ্যে ১৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং ৪৪,৩৪,৪৫১ জন শিক্ষার্থী (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসহ) অধ্যয়নরত। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে তোলার মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ ও শতবছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন বাস্তবায়নে পর্যায়ক্রমে সকল কাজে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশ হিসেবে ই-নথি চালুকরণসহ বিভিন্ন প্রকার সেবা অনলাইনভিত্তিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেবাসমূহ সহজলভ্য ও সুবিধাজনক করার জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রয়োগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের ফলে ইউজিসি'র সেবা প্রদানের দক্ষতা ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই অংশ হিসেবে রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশনের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়নে ইউজিসি গবেষণা সহায়ক কাজের জন্য অনলাইন সেবা চালু করা হয়েছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে ইউনিফর্মড ইউনিভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার এবং ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিশ্বমানের পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং পদ্ধতি চালুকরণ অতীব জরুরি। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে ব্যবহৃত সূচক অনুযায়ী শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরির পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অসুবিধা দূরীকরণে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে কৃষি ও কৃষি-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইতোমধ্যে

গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রকৌশল বিষয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের ক্ষেত্রেও সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করা সম্ভব হবে।

উচ্চশিক্ষার প্রতি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার ও আন্তরিকতা থাকায় গবেষণাকর্মে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ গবেষণা ও তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষাই উন্নত বাংলাদেশর মূলমন্ত্র। গবেষণালব্ধ ফলাফল যাতে বাণিজ্যিকীকরণ এবং পেটেন্টযোগ্য করা যায়, সে ব্যাপারে ইউজিসি কাজ করে যাচ্ছে।

ইউজিসি কর্তৃক প্রত্যাশিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও নানা প্রতিকূলতার কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সময়মতো তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। প্রাপ্ত তথ্য ইউজিসি কর্তৃক যাচাই-বাছাই করার পর্যায়ে অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করে সেগুলো সংশোধন করতে হয়। এতে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব ঘটে যা মোটেও কাম্য নয়। পুরো প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর একটি ডায়নামিক সফ্টওয়ারের মাধ্যমে এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে এর সাথে সম্পৃক্ত করলে বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

এই প্রতিবেদনে উচ্চশিক্ষার সামগ্রিক পরিস্থিতির অবতারণাসহ ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, যুগোপযোগী কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করি। প্রতিবেদনটি সরকার, উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার, গবেষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ পাঠকের ইপ্সিত চাহিদা পূরণ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সঠিক তথ্য-উপাত্ত এবং নির্ভুলভাবে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে আমরা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করেছি। তারপরও আমাদের অজান্তে বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পাদনা ও মুদ্রণে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যায়, সেক্ষেত্রে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো।

পরিশেষে, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এর সারসংক্ষেপ সুচারুরূপে সম্পাদনার জন্য সম্পাদনা পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ইউজিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সম্পাদনা পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণকে তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঋণ স্বীকার করি অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ কর্মীসহ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
প্রধান সম্পাদক, বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ
ও
সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ (মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ ১৯৭৩) এর ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে '৪৬তম বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এর সারসংক্ষেপ' জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হলো -

বর্তমান কমিশন

(ডিসেম্বর ২০২০)

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ

পূর্ণকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম
প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
প্রফেসর ড. মোঃ আবু তাহের

খণ্ডকালীন সদস্য

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. শেখ আব্দুস সালাম
উপাচার্য
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ
উপাচার্য
চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

প্রফেসর ড. এ কিউ এম মাহবুব
উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ডিনবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

প্রফেসর ড. মোঃ ওয়ালিউল হাসানাত
ডিন, আইন স্কুল
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা

প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল বাসেত
প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রফেসর ড. মোঃ জুলহাস উদ্দিন
বিভাগীয় প্রধান, ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত সচিব/সচিব পর্যায়ের পদাধিকারী ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনের সচিব

ড. ফেরদৌস জামান
সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ইউজিসি

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

সূচিপত্র

		সম্পাদনা পরিষদ	ii
		প্রাক্কথন	iii
		প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য	v
		বর্তমান কমিশন	vii
		এক নজরে ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান	xiii
১.		বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	১
	১.১	কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব	১
	১.২	কমিশনের গঠন	১
২.		২০১৯ সালে কমিশন	২
	২.১	কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ	২
	২.২	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৩
৩.		প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার	৪
৪.		কমিশনের সুপারিশসমূহ	৭
৫.		আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১১
৬.		কমিশনের গবেষণা সহায়তা কার্যক্রম	১২
	৬.১	গবেষণা প্রকল্প, বৃত্তি, স্বর্ণপদক, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ	১২
৭.		কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক বিবরণী	১২
	৭.১	২০১৯ সালের একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরি	১২
	৭.২	২০১৯ সালের গবেষণা প্রকল্প	১২
	৭.৩	২০১৯ সালে কমিশনের একাডেমিক গবেষণা ব্যয়	১২
৮.		কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক কার্যক্রম	১৩
	৮.১	বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী	১৩
	৮.২	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সারসংক্ষেপ	১৪
	৮.৩	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী	১৫

	৮.৪	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট	১৮
	৮.৫	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ অর্থবছরের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ	২০
	৮.৬	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য	২১
৯.		**পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান**	২২
	৯.১	২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২২
	৯.২	২০১৯ সালে বিভাগভিত্তিক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	২২
	৯.৩	মানচিত্রে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	২৩
১০.		**২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান**	২৫
১১.		**২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার**	২৫
	১১.১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার	২৫
	১১.২	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার	২৬
১২.		**২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা, অনুষদ/স্কুল, বিভাগ/প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট/গবেষণা কেন্দ্র/ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা**	২৬
১৩.		**পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান**	২৭
১৪.		**পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী পরিসংখ্যান**	২৮
১৫.		**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা**	২৮
১৬.		**বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আসন ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান**	২৯
১৭.		**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষণা ব্যয় ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান**	৩০
	১৭.১	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	৩৩
১৮.		**বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত**	৩৪
১৯.		**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার**	৩৮
২০.		**পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার**	৩৮

২১.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার	৩৯
২২.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার	৪০
২৩.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার	৪১
২৪.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪২
২৫.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৪৩
২৬.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ৫ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	৪৪
২৭.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ৫ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার	৪৪
২৮.	২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) ও ৯৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের পরিসংখ্যান	৪৫
২৯.	পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পদভিত্তিক তুলনামূলক বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষকের পরিসংখ্যান	৪৬
৩০.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা	৪৬
৩১.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা	৪৭
৩২.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ ও শিক্ষক সংখ্যা	৪৭
৩৩.	পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	৪৭
৩৪.	২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান	৪৮
৩৫.	পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত	৪৮
৩৬.	পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহের বিগত তিন বছরের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়	৪৮
৩৭.	২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক ও ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান	৪৯
৩৮.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য	৫০
৩৮.১	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতির শর্তাবলি	৫০
৩৯.	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার বিগত ২ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান	৫২
৪০.	বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য	৫২

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

এক নজরে ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য-উপাত্তের পরিসংখ্যান

ক্র. নং	বিবরণ	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
১.	২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪৬টি	১০৫টি	১৫১টি
২.	বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	-	২টি
৩.	স্থায়ী সনদপ্রাপ্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের সংখ্যা	-	৩টি	
৪.	নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	-	২৪টি	-
৫.	স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আসন সংখ্যা	৪৭,১৭১টি	১,৮৫,১৫৭টি	২,৩২,৩২৮টি
৬.	স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আসন সংখ্যা	৩১,১৮৬টি	৯২,৯৮৯টি	১,২৪,১৭৫টি
৭.	২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	৭৮,৩৫৭ জন	১,২০,২৭৬ জন	১,৯৮,৬৩৩ জন
৮.	২০১৯ সালে অধ্যয়নরত সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪০,৮৫,২৯১ জন*	৩,৪৯,১৬০ জন	৪৪,৩৪,৪৫১ জন
	(ক) ছাত্র	২১,৮৯,০১৫ জন	২,৪৭,৯৪৭ জন	২৪,৩৬,৯৬২ জন
	(খ) ছাত্রী	১৮,৯৬,২৭৬ জন	১,০১,২১৩ জন	১৯,৯৭,৪৮৯ জন
	(গ) বিদেশি শিক্ষার্থী সংখ্যা	৪৮২ জন	১,৪৬৭ জন	১,৯৪৯ জন
৯.	শিক্ষার্থীপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয় (টাকায়)	১,৩৯,৭৯৯ (প্রায়)	৭১,৫৩৬ (প্রায়)	-
১০.	(ক) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদ/স্কুল সংখ্যা	২৫৪টি	৩৮৪টি	৬৩৮টি
	(খ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ/প্রোগ্রাম সংখ্যা	১,১৮৬টি	১,৬৩৯টি	২,৮২৫টি
	(গ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইনস্টিটিউট/গবেষণা কেন্দ্র/ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার সংখ্যা	১০৫টি	২০টি	১২৫টি
	(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা	৩,৯৮৫টি	-	৩,৯৮৫টি
১১.	শিক্ষার্থীর আবাসিক হল সংখ্যা	২১১টি	৮৮টি	২৯৯টি
১২.	আবসিক সুবিধাপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	৯৯,৭২৩ জন	৯,৯৩০	১,০৯,৬৫৩ জন
	(ক) ছাত্র	৫৯,৩৩১ জন	৬,০৪৪	৬৫,৩৭৫ জন
	(খ) ছাত্রী	৪০,৩৯২ জন	৩,৮৮৬	৪৪,২৭৮ জন

ক্র. নং	বিবরণ	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
১৩.	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক সংখ্যা	১৫,৫২৪ জন	১৬,০৭০ জন	৩১,৫৯৪ জন
	(ক) পুরুষ	১১,৪৬৭ জন	১১,২০০ জন	২২,৬৬৭ জন
	(খ) মহিলা	৪,০৫৭ জন	৪,৮৭০ জন	৮,৯২৭ জন
১৪.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষক সংখ্যা	১,৫৮,২২৯ জন	-	১,৫৮,২২৯ জন
	(ক) পুরুষ	১,১৮,৮৮৭ জন	-	১,১৮,৮৮৭ জন
	(খ) মহিলা	৩৯,৩৪২ জন	-	৩৯,৩৪২ জন
১৫.	পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের সংখ্যা	৫,৩৪৭ জন	৩,২০৮ জন	৮,৫৫৫ জন
	(ক) পুরষ	৫,০৫১ জন	২,৭৯৬ জন	৭,৮৪৭ জন
	(খ) মহিলা	২৯৬ জন	৪১২ জন	৭০৮ জন
১৬.	শিক্ষক শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত	১:২৪**	১:২২	-
১৭.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সর্বমোট সংখ্যা	৩৪,৫৭১ জন	১৩,১৯৫ জন	৪৭,৭৬৬ জন
	(ক) কর্মকর্তা	৯,৭৬৩ জন	৫,৩৫১ জন	১৫,১১৪ জন
	(খ) কর্মচারী	২৪,৮০৮ জন	৭,৮৪৪ জন	৩২,৬৫২ জন
১৮.	গবেষণা খাতে সর্বমোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৬৪,৫৮০.০০	১০,০৮১.৫০	৭৪,৬৬১.৫
১৯.	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা	২,০৮,৩২৪ জন	৩০,০০০ জন	২,৩৮,৩২৪ জন
২০.	প্রকাশনার সংখ্যা	১৫,৪১০টি	৬,০৯৯টি	২১,৫০৯টি

* ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ শিক্ষার্থী সংখ্যা

** ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ শিক্ষার্থীর অনুপাত

২০১৯ সালে ইউজিসি কর্তৃক প্রদত্ত ফেলোশিপ, বৃত্তি ও গবেষণা সংক্রান্ত অনুদান

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	টাকা
১.	ইউজিসি প্রফেসরশিপ	০৪ জন	-
২.	রোকেয়া চেয়ার	০১ জন	-
৩.	পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ	০৯ জন	-
৪.	পিএইচডি ফেলোশিপ	৪৭ জন	-
৫.	মেধাবৃত্তি ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃত্তি	১২৯ জন	-
৬.	কমনওয়েলথ স্কলারশিপ [এম.এস ৩১জন, পিএইচডি (ওপেন) ৩২ জন ও পিএইচডি (স্টাফ) ১০ জন]	৭৩ জন	-
৭.	গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন	১,২৮৯টি	-
৮.	গবেষণা খাতে ব্যয় (টাকায়)	-	৫,৯৫,৮১,৫১০.০০
৯.	আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত ৬০ জন শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট অনুদান	-	২৫,১২,০০০.০০
১০.	জাতীয়/আন্তর্জাতিক সেমিনার/সেমিনার/কনফারেন্স/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ৫৭ জন শিক্ষক/প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট অনুদান	-	১,১৪,৮০,০০০.০০
১১.	বাংলাদেশের ডিগ্রির সাথে বিদেশি ডিগ্রির সমতায়ন	৫৮৮টি	-

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১.১ কমিশনের ভূমিকা ও দায়িত্ব

১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ অনুসারে 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবস থেকে কার্যকর করা হয়। এই আদেশ অনুসারে কমিশনের ভূমিকা এবং দায়িত্ব নিম্নরূপ:

ক. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ এবং উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;

খ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করা;

গ. সরকারের নিকট থেকে তহবিল গ্রহণ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করা;

ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা;

ঙ. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা পরীক্ষার পর সুপারিশ পেশ করা;

চ. বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য তথ্যাবলি সংগ্রহ করা;

ছ. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান করা;

জ. কলেজসমূহকে উপযুক্ত বিবেচনা সাপেক্ষে বিশেষ ডিগ্রি মঞ্জুরির ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দান করা;

ঝ. সরকার কিংবা সরকারের অন্য কোন আইন বলে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করা এবং

ঞ. প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে কোন কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা নিরূপণের জন্য কমিশন অথবা কমিশন কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞদল কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করা।

এতদ্ব্যতীত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন এবং কমিশনের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ১৯৭৩ সালের এই আদেশ অনুসারে সরকার কমিশনের অনুকূলে বরাদ্দ করে থাকে।

১.২ কমিশনের গঠন: ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের ৪(১) নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সালের সংশোধনী মোতাবেক কমিশনের গঠন নিম্নরূপ:

চেয়ারম্যান	১ জন
পূর্ণকালীন সদস্য	৫ জন
খণ্ডকালীন সদস্য	৯ জন

খণ্ডকালীন সদস্য: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের মধ্য থেকে পর্যায়ক্রমে ৩ জন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর ও ডিনবৃন্দের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য ৩ জন (পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি)।

২. ২০১৯ সালে কমিশন

২.১ কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ :

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(এ) ধারামতে একজন পূর্ণকালীন চেয়ারম্যান

চেয়ারম্যান

- প্রফেসর আবদুল মান্নান, ০৭-০৫-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. কাজী শহীদুল্লাহ, ২৬-০৫-২০১৯ হতে

১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(বি) ১৯৯৮ সালের সংশোধিত ধারামতে ৫ জন পূর্ণকালীন সদস্য

পূর্ণকালীন সদস্য

১. প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা, ২৭-০৫-২০১৯ পর্যন্ত

২. প্রফেসর ড. দিল আফরোজা বেগম, ২৭-০৫-২০১৯ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ১২-০৬-২০১৯ হতে

৩. প্রফেসর ড. মোঃ আখতার হোসেন

৪. প্রফেসর ড. এম. শাহ্ নওয়াজ আলি

৫. প্রফেসর ড. মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, ১২-০৬-২০১৯ হতে

৬. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর, ১৬-০৬-২০১৯ হতে

খণ্ডকালীন সদস্য

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১) (সি) ধারামতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যবৃন্দের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৫-০৬-২০১৫ থেকে ১৩-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. শিরীণ আখতার, উপাচার্য (রুটিন দায়িত্ব), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৩-০৬-২০১৯ হতে ০২-১১-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. মোঃ গিয়াসউদ্দীন মিয়া, উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর, ০৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, উপাচার্য, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর, ০৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. মোঃ হারুন-উর-রশিদ আসকারী, উপাচার্য, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ০৫-১০-২০১৯ হতে
- প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ, উপাচার্য, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম, ০৫-১০-২০১৯ হতে
- প্রফেসর ড. মোঃ শাহজাহান, উপাচার্য (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ, ০৫-১০-২০১৯ হতে

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(ডি) ধারামতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রফেসর/ডিনদের মধ্য থেকে ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- প্রফেসর ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন, পরিসংখ্যান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ০৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত

- প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ, ডিন, ফিশারিজ এন্ড একোয়াকালচার অনুষদ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ০৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. আনোয়ার খসরু পারভেজ, ট্রেজারার, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা, ০৪-১০-২০১৯ পর্যন্ত
- প্রফেসর ড. মোঃ ওয়ালিউল হাসানাত, ডিন, আইন স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা, ০৫-১০-২০১৯ হতে
- প্রফেসর ড. মোঃ আবদুল বাসেত, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ০৫-১০-২০১৯ হতে
- প্রফেসর ড. মোঃ জুলহাস উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান, ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, **০৫-১০-২০১৯ হতে**

১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশের অনুচ্ছেদ ৪(১)(ই) ধারামতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোনীত সচিব/সচিব পর্যায়ের পদাধিকারী ৩ জন খণ্ডকালীন সদস্য

- সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
- সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কমিশনের সচিব

- ড. মোঃ খালেদ, সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২৪-০৯-২০১৯ পর্যন্ত

২.২ কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ: ২০১৯ সালে কমিশনে কর্মরত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তার সংখ্যা ১২৫ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা ৭০ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর সংখ্যা ৯০ জন। ২০১৯ সালে কমিশনের মোট কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মোট সংখ্যা ২৮৫ জন।

৩. প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন। এই আইনটিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতা দিয়ে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবস থেকে কার্যকর করা হয়। সূচনালগ্ন থেকেই ইউজিসি দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারকে নানাভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে আসছে। ইউজিসি উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সার্বিক অগ্রগতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে উচ্চশিক্ষার পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। দেশের বিপুল সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমের সুষ্ঠু তদারকির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউজিসিকে আইনের দ্বারা ক্ষমতায়ন করা প্রয়োজন। তথ্য প্রযুক্তির এই বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে হলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের বিস্তার ও সম্প্রসারণে ইউজিসি কর্তৃক গৃহীত বহুমাত্রিক পদক্ষেপসমূহ সুসংহতকরণের ভূমিকা অপরিসীম। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ ও রিও 20^{+} সম্মেলনের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সরকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অগ্রযাত্রায় কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণে বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ইউজিসি তদারকি সংস্থা হিসেবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ ও অভিভাবকদের ব্যয় লাঘবের জন্য গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে কৃষি ও কৃষি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ইতোমধ্যে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। আশা করা যায়, সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পর্যায়ক্রমে গুচ্ছ/সমন্বিত পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা চালু করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ-এর ১২ নম্বর ধারায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ও পরিসংখ্যান সংবলিত ইউজিসি'র বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন সরকারের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইউজিসি যথাযথভাবে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের মূল গ্রন্থ এবং উক্ত প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ সংবলিত পুস্তিকা প্রথম বারের মতো প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৭৩ সালে মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা চলমান ছিল। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার পরিধি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫১টিতে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-৪৬টি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৫টি), যার মধ্যে ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়নি। পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) ৪৪,৩৪,৪৫১ জন অধ্যয়নরত। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতায় গড়ে তোলার মাধ্যমে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ ও শত বছরের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা (ডেল্টা প্লান ২১০০) বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ১টি, অনুষদ ৩৩টি, বিভাগ ৬৯টি ও ইনস্টিটিউট ৩৬টি, যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের একাডেমিক কার্যক্রম বৃদ্ধিতে গুরুত্ব বহন করে। আলোচ্য বছরে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত ১০৫টি (যার মধ্যে ১১টির শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়নি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ইনস্টিটিউট ২০টি, অনুষদ ৩৮৪টি, বিভাগ/প্রোগ্রাম/বিষয় ১৬৩৯টি রয়েছে।

আলোচ্য বছরে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০,৮৫,২৯১ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২১,৮৯,০১৫ জন এবং ছাত্রী ১৮,৯৬,২৭৬ জন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হারে ৫৪ ভাগ ছাত্র এবং ৪৬ ভাগ ছাত্রী। ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩,৪৯,১৬০ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২,৪৭,৯৪৭ জন এবং ছাত্রী ১,০১,২১৩ জন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীর শতকরা হারে ৭১ ভাগ ছাত্র এবং ২৯ ভাগ ছাত্রী। পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৪,৩৪,৪৫১ জন, যার মধ্যে ছাত্র ২৪,৩৬,৯৬২ জন এবং ছাত্রী ১৯,৯৭,৪৮৯ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থীর শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ ছাত্র এবং ৪৫ ভাগ ছাত্রী। আলোচ্য বছরে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদেশি শিক্ষার্থী যথাক্রমে ৪৮২ জন এবং ১,৪৬৭ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে ১,৯৪৯ জন।

২০১৯ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত ৪৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় পৌনঃপুনিক ব্যয় ১,৪৯,৯৪০.৭৯ টাকা। ২০১৯ সালে ৯৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীপ্রতি মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয় ৭১,৫৩৬.০৫ টাকা। আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে ৪৯,০৯৮ জন, স্কলারশিপপ্রাপ্ত ৬৭,০৪১ জন এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত ১,৮৪,৯৮৬ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানেরা যাতে বিনা খরচে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সেজন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর ফলে আলোচ্য বছরে সর্বমোট ৭,৪৮২ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা খরচে অধ্যয়ন করছে।

আলোচ্য বছরে ৪৬টি (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১,৭৩,৭৫৩ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১,৩০,৩৫৪ জন এবং মহিলা ৪৩,৩৯৯ জন এবং ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১৬,০৭০ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১১,২০০ জন এবং মহিলা ৪,৮৭০ জন। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১,৮৯,৮২৩ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১,৪১,৫৫৪ জন এবং মহিলা ৪৮,২৬৯ জন। উল্লেখ্য যে, ৪৬টি পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক সংখ্যা ১৫,৫২৪ জন, যার মধ্যে পুরুষ ১১,৪৬৭ জন এবং মহিলা ৪,০৫৭ জন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী অলোচ্য বছরে পিএইচডি ও অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্য ৮,৭২৮ জন, যা ২০১৮ সালে ছিল ৫,৭৮১ জন, অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছর ২,৯৪৭ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণিত বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্বমোট পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক সংখ্যা ৩,২০৯ জন, যা গত বছরের তুলনায় ৮৯ জন বেশি। ২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫,২৯৩ জন শিক্ষকের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ শিক্ষক কর্মে নিয়োজিত এবং ২৪ ভাগ শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন, যা শিক্ষার্থীদের তথা দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হার অনুকূল হলে গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) সর্বমোট হল/ডরমিটরির সংখ্যা ২১১টি এবং সর্বমোট অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ২,৯৭,৯৫৭ জন, যার মধ্যে আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯৯,৭২৩ জন, যা শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ। আলোচ্য বছরে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫,২৯৩ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩,৩৯৫ জনকে আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ শিক্ষক আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন। ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) সর্বমোট ৩১,৮৩৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে ৪,২৬৫ জন কর্মকর্তা-

কর্মচারী আবাসিক সুবিধা পেয়েছেন, যা শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ। ২০১৯ সালে মোট আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে কর্মকর্তা ১,০৪৯ জন, যা শতকরা প্রায় ৩ ভাগ এবং কর্মচারী ৩,২১৬ জন, যা শতকরা প্রায় ১০ ভাগ।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গবেষণা খাতকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কলা ও মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান এবং বিজনেস স্টাডিজ শাখায় মোট ১,১৪৯.৮৩ লক্ষ টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে যার পরিমাণ ছিল ৫০১.৪১ লক্ষ টাকা। বর্তমান সরকার ও ইউজিসি'র নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গবেষণা ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিসহ ধারাবাহিক অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে গবেষণা ও শিক্ষা প্রসারের মূল লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরকারি বরাদ্দ ৪০০৭.৪৪ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছর ছিল ৩,৫০২.০০ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৪,৪২,৫৪১.৩১ কোটি টাকা এবং শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) ৪৬,৩৮৯.৪৮ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ০.৯২% ও শিক্ষা বাজেটের ৮.৭৪%। আলোচ্য বছরে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৪৬টি পাবলিক বিশবিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে মোট ব্যয় করেছে প্রায় ৫,৩৫৯.১৯ লক্ষ টাকা, যার গড় ব্যয় প্রায় ১৪১.০৩ লক্ষ টাকা এবং ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে সর্বমোট ব্যয় প্রায় ১০,০৮১.৫০ লক্ষ টাকা, যার গড় ব্যয় প্রায় ১২০.০২ লক্ষ টাকা।

উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে গবেষণার অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে বিধায় ইউজিসি'র রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার জন্য নিয়মিতভাবে গবেষণা প্রকল্পসহ বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি/ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে ৩৯১টি গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দসহ ৯ জনকে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ, ৪৭ জনকে পিএইচডি ফেলোশিপ, ১২৮ জনকে মেধাবৃত্তি, ০১ জনকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃত্তি, ০১ জনকে রোকেয়া চেয়ার এবং ০৪ জনকে ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, এমপিওভুক্ত কলেজ শিক্ষক এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীসহ মোট ৪৭ জন পিএইচডি ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগদান করেন।

বিডিরেন ট্রাস্টের আওতায় গবেষকদের গবেষণা খাতে সহায়তাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যোগাযোগ স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে। এর অংশ হিসেবে ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরি (ইউডিএল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে ৯৫টি (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫টি, আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ১টি, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ২টি, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ২টি) প্রতিষ্ঠান ইউডিএল-এর সেবা গ্রহণ করছে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউডিএল-এর মাধ্যমে বিশ্বের ১৩টি সুপ্রতিষ্ঠিত পাবলিশারের ৪৪,০০০ (৩১,০০০+ ই-বুকস ও ১৩,০০০+ ই-জার্নাল প্রসিডিংস)-এর অধিক সংখ্যক ই-রিসোর্স ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে সরকার মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণায় গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে Institutional Quallity Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য বছরে দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC পরিচালকদের নিয়ে ইউজিসি-তে 'Status of the IQACs at Public Universities: Ways to Step Forward' শীর্ষক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে IQAC এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার বিষয়ে উক্ত কর্মশালায় সুপারিশমালা গৃহীত হয়েছে। IQAC-এর কার্যক্রম তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ পাস হয়েছে। ইতোমধ্যে অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল-এর চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অল্পসময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নয়ন, যুগোপযোগী প্রোগ্রাম তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক Outcome Based Education (OBE) Curriculum Template প্রণয়ন চূড়ান্ত করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক The National Qualifications Framework of Bangladesh (NQFB) প্রণয়ন করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত করে বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও ইউজিসি কর্তৃক প্রণীত Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 শীর্ষক কৌশলগত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় ৪১টি অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হয়েছে - যা ৩টি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। অধিক অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসেবে প্রস্তাবিত 'Residential Pedagogical Academy' এর পরিবর্তিত নামে 'University Teachers Training Academy' প্রতিষ্ঠা এবং Central Research Laboratory স্থাপন ও National Research Council গঠনের বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়নে অভিজ্ঞ কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত, জীবনমুখী ও প্রয়োগধর্মী শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের পাশাপাশি উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশনের সুপারিশমালা এই প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হলে বাংলাদেশের শিক্ষা ও গবেষণার মান আরও উন্নততর হবে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২১, ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।

৪. কমিশনের সুপারিশসমূহ

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে -

(১) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির ১০ নম্বর আদেশ দ্বারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) প্রতিষ্ঠা করেন, যে আইনটি ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম বিজয় দিবস থেকে কার্যকর করা হয়। মাত্র ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ইউজিসি'র যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশে পাবলিক ও বেসরকারি মিলে ১৫১টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউজিসি'র যে আইনি ক্ষমতা দরকার তা বিদ্যমান আইনে অনুপস্থিত। উপরন্তু উচ্চশিক্ষার পরিধি ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউজিসি'র বর্তমান অবকাঠামো ও জনবল দিয়ে সামগ্রিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করা সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চশিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করা ইউজিসি'র জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা এবং আইনি ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইউজিসি'র সক্ষমতা সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করা জরুরি। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন' নাম অক্ষুণ্ন রেখে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতায়নের জন্য সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

(২) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় ও কার্যকরী যোগাযোগ (communication) ও সহযোগিতা (collaboration) আশাব্যঞ্জক নয়। উচ্চশিক্ষার

গুণগত মানোন্নয়নের জন্য বিশ্বের প্রথম সারির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য স্কলারশিপ ও ফেলোশিপের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। পাশাপাশি, দেশে-বিদেশে স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ প্রদানের নিমিত্তে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(৩) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মানসম্পন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষায় নারী-পুরুষের সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকল্পে কাজ করতে হবে। এসডিজি-৪ (SDG-4)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষা খাতে ইউনেস্কোর (UNESCO) সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও নীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় বাজেটে এর প্রতিফলন নিয়ে পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত ও গবেষণাগারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক আইসিটি সমৃদ্ধ তথ্যকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি এবং তাদের মূল্যায়ন রিপোর্ট ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের নিয়মিত অবহিতকরণ এবং শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অংশীজনের (stakeholders) জন্য যাতে সহজলভ্য হয় সে লক্ষ্যে স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা অতীব জরুরি। এটি প্রতিপালনে সরকার দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

(৫) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইন্টিগ্রেটেড ইউনিভার্সিটি ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম তৈরির জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অটোমেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহারের ফলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ডিজিটালাইজড হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। এছাড়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইআরপি সফ্টওয়ার (ERP software) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র যাতে পিছিয়ে না থাকে, সে লক্ষ্যে আইসিটি সেক্টরে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(৬) তথ্য-প্রযুক্তির এ যুগে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আইসিটি খাতের উপকরণসমূহ, যেমন - ডাটা প্যাকেজ, ডিভাইস ইত্যাদি সহজলভ্য করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তাই আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে চতুর্থ-শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইউনিভার্সিটি ও ইন্ডাস্ট্রি কোলাবেরশন বৃদ্ধিসহ চাহিদাভিত্তিক (demand based), উদ্দেশ্যমুখী (goal oriented) ও ফোকাস ওরিয়েন্টেড (focus oriented) প্রোগ্রাম চালুর মাধ্যমে যোগ্যতাসম্পন্ন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে।

(৭) স্নাতকদের চাকরির বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি শিল্প, আর্থিক এবং সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নশিপ, কেস-স্টাডি, শিক্ষা/শিল্প সফর, কমিউনিটি সার্ভিস ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি স্কিম সর্বক্ষেত্রে কার্যকরভাবে চালু করা প্রয়োজন, যা স্নাতকদের চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিল্প, পেশাগত সংস্থা ও কমিউনিটির সংযোগ স্থাপন এবং শিল্প তথা পেশাগত সংস্থার প্রতিনিধিদের কারিকুলাম কমিটিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে একাডেমিক প্রোগ্রামসমূহ যুগোপযোগী করা অতীব জরুরি। এ ব্যাপারে ইউজিসি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নির্দেশনা দিতে পারে।

(৮) সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও কর্মহীন মানুষকে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য। শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদা অনুযায়ী অনলাইন কোর্স ডিজাইন ও বাস্তবায়নে সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(৯) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকদের অধিক মাত্রায় গবেষণামুখী করার জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরি। গবেষকদের ভালো গবেষণা যাতে উন্নতমানের জার্নালে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। তদুপরি শিক্ষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশিত হলে কিংবা পেটেন্ট করা হলে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গবেষণালব্ধ ফলাফল বাণিজ্যিকীকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে স্টার্টআপ ও ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

(১০) দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে ইউনিভার্সিটি টিচার্স ট্রেনিং একাডেমি (University Teachers' Training Academy), উন্নতমানের গবেষণা করার জন্য সেন্ট্রাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি (Central Research Laboratory) ও গবেষণার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করার জন্য ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল (National Research Council) প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh: 2018-2030 এর অংশ হিসেবে ইউজিসি'র উদ্যোগে এই তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে।

(১১) দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণায় প্লেজিয়ারিজম (plagiarism) বা চৌর্যবৃত্তির ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লেজিয়ারিজম নিয়ে কোনো নীতিমালা না থাকায় গবেষণাপত্রে চুরির বিষয়টি সংজ্ঞায়িত করা যাচ্ছে না। তাই প্লেজিয়ারিজম বিষয়ক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা আবশ্যক। তদুপরি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকর্মের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার (যেমন: Turnitin) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং বাংলা গবেষণাপত্র, পুস্তক ইত্যাদির জন্য এ ধরণের উন্নতমানের সফ্টওয়্যার তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য ইউজিসি উদ্যোগ নিতে পারে।

(১২) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে বিশেষ অধ্যাদেশ জারি বা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন। বর্তমানে দেশে ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয়ের জন্য অবশ্যই সরকারি বিধি-বিধান শতভাগ অনুসরণ করা জরুরি। ইচ্ছেমতো আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের বিদ্যমান আর্থিক নিয়মাবলির ব্যত্যয় ঘটছে, যা কমিশনের নিকট পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন সমুন্নত রেখে একটি অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ইউজিসি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(১৩) দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পৃথক পৃথক আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য '৭৩ এর অধ্যাদেশ/আইনে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ব্যতীত বাকি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য একটি 'আম্ব্রেলা অ্যাক্ট' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(১৪) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে ইউজিসি কর্তৃক প্রণীত শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতি/পদোন্নয়নের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণী নীতিমালা দ্রুত বাস্তবায়ন করা জরুরি। এছাড়া

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি/পদোন্নয়নের জন্যও একটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে ইউজিসি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(১৫) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার এ তিনটি প্রশাসনিক পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শীর্ষ পদসমূহ শূন্য থাকায় প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন কাজে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ তিন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একাডেমিক এক্সেলেন্স, প্রশাসনিক দক্ষতা ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও ট্রেজারার নিয়োগের পূর্বে সরকার ইউজিসি'র মতামত গ্রহণ করতে পারে।

(১৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর এবং ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে পঠন-পাঠনের জন্য অবকাঠামো ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও ল্যাবরেটরির ঘাটতি রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। তদুপরি কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নতুন প্রোগ্রাম অনুমোদন দেয়ার ক্ষেত্রে সার্বিক সক্ষমতা বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অধিকন্তু চলমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের অবস্থা দেখে তা হ্রাস করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

(১৭) শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি ও ব্যয় কমাতে '৭৩-এর অধ্যাদেশ/আইনের অধীনস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টিও এই সমন্বিত বা গুচ্ছ পদ্ধতির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সরকার একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(১৮) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো এবং চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১৯) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এ প্রতি শিক্ষাবর্ষে শতকরা ৩ ভাগ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শতকরা ৩ ভাগ অসচ্ছল দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিনাবেতনে পাঠদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে। বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও তা অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীর নিকট হতে প্রাপ্ত সকল ধরনের ফি করের আওতাভুক্ত করা যেতে পারে।

(২০) সরকার উচ্চশিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রতি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকার নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে উচ্চশিক্ষার তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বদ্যিালয় মঞ্জুরী কমিশনের মতামত গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি একই জেলায় নতুন করে একের অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া বন্ধ করা যেতে পারে।

(২১) দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সান্ধ্যকালীন/উইকেন্ড/এক্সিকিউটিভ প্রভৃতি কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সান্ধ্যকালীন কোর্স/উইকেন্ড/এক্সিকিউটিভ প্রভৃতি কোর্স পরিচালনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বৈশিষ্ট্য ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে বিধায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি প্রদানের উদ্দেশ্যে সান্ধ্যকালীন/উইকেন্ড/এক্সিকিউটিভ জাতীয় সকল কোর্স বন্ধ হওয়া জরুরি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ইউজিসি'র পূর্বানুমোদনক্রমে ডিপ্লোমা, শর্ট কোর্স, ভোকেশনাল, ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও খণ্ডকালীন (part time) স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে পারবে। এ বিষয়ে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নীতিমালা প্রণয়নসাপেক্ষে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

(২২) সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাপূর্ণ শিক্ষা নিশ্চিত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সমাজের একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ প্রতিবন্ধী। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে পিছিয়ে পড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে ভর্তির সুযোগ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ভর্তির নির্দেশিকা তৈরি, কারিকুলাম প্রণয়ন ও ভিন্নভাবে পরীক্ষা গ্রহণসহ তাদের সুরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সমাজের পিছিয়ে পড়া তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠির শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে কোটা (quota) নির্ধারণের জন্য সরকার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

(২৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষা-দর্শন অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য ফলাফল নির্ভর (outcome based) শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে ইউজিসি কর্তৃক আউটকাম বেইজড এডুকেশন কারিকুলামের টেমপ্লেট (Outcome Based Education (OBE) Curriculam Template) প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রতিপালনে সরকার দেশের সকল বিশ্বদ্যিালয়কে নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

(২৪) দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুনির্দিষ্ট মান নিশ্চিত করা এবং তা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক মানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল দ্রুততম সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে বাংলাদেশের সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চলমান প্রোগ্রামগুলোর অ্যাক্রিডেট করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ অবস্থান দৃঢ় করতে ভূমিকা রাখবে।

৫. আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২০১৮ সালের ন্যায় ২০১৯ সালেও কমিশনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিনিধি দল আগমন করেন। তাঁরা কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে আন্তর্জাতিক কোলাবোরেশন (colloboration) সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া কমিশনের সাথে বিশ্বের ০৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এবং কমিশনের একাডেমিক/নন-একাডেমিক পর্যায়ে শিক্ষক/কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৫.১ কমিশনের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী বিভিন্ন দেশ/সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

- ০৬/০৪/২০১৯ তারিখে MoU between University Grants Commission of Bangladesh (UGC) and University of Science & Technology Meghalaya, India (USTM) স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে MoU between University Grants Commission of Bangladesh (UGC) and Zurich University of Applied Science (ZHAW), Switzerland স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৯/০৭/২০১৯ তারিখে MoU between University Grants Commission of Bangladesh (UGC) and University Utara Malaysia (UUM), Malaysia স্বাক্ষরিত হয়।

- ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে MoU between University Grants Commission of Bangladesh (UGC) and UCSI University, Malaysia স্বাক্ষরিত হয়।
- ০১/০৮/২০১৯ তারিখে MoU between University Grants Commission of Bangladesh (UGC) and Narayna Hrudayalaya Limited, India স্বাক্ষরিত হয়।

৬. কমিশনের গবেষণা সহায়তা কার্যক্রম

৬.১ গবেষণা প্রকল্প, বৃত্তি, স্বর্ণপদক, স্কলারশিপ ও ফেলোশিপ

কমিশন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক, ইউজিসি স্বর্ণপদক, ইউজিসি মেধাবৃত্তি, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃত্তি, ইউজিসি প্রফেসরশিপ, রোকেয়া চেয়ার, পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। এছাড়া কমনওয়েলথ স্কলারশিপ, কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ অ্যাওয়ার্ড, সার্ক চেয়ার ও স্কলারশিপ, বিদেশ হতে অর্জিত ডিগ্রি বাংলাদেশের ডিগ্রির সাথে সমতা বিধানসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে গবেষণার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে ইউজিসি'র রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন ডিভিশন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গবেষণার জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে ৩৯১টি গবেষণা প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দসহ ০৯ জনকে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ, ৪৭ জনকে পিএইচডি, ১২৮ জনকে মেধাবৃত্তি, ০১ জনকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বৃত্তি, ০১ জনকে রোকেয়া চেয়ার এবং ০৪ জনকে ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গত বছরের তুলনায় অধিক সংখ্যক বৃত্তি ও ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

৭. কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক বিবরণী

৭.১ ২০১৯ সালের একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরি: ২০১৯ সালে একাডেমিক গবেষণা মঞ্জুরির অধীনে মোট ১,২৮৯টি গবেষণা প্রকল্প ছিল। তার মধ্যে সমাপ্ত প্রকল্প ১৫১টি, চলতি প্রকল্প ৩৯১টি, প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ২৭৮টি এবং বাতিল প্রকল্প ৪৬৯টি।

৭.২ ২০১৯ সালের গবেষণা প্রকল্প: ২০১৯ সালে কমিশনের রিসার্চ সাপোর্ট এন্ড পাবলিকেশন বিভাগে বিভিন্ন শাখার অধীনে পরিচালিত ১,২৮৯টি গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে কলা ও মানবিক ৪৭টি, সামাজিক বিজ্ঞানে ৭০টি ও বিজনেস স্টাডিজ শাখায় ৩৭টি এবং সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি শাখায় ছিল ১,১৩৫টি।

৭.৩ ২০১৯ সালে কমিশনের একাডেমিক গবেষণা ব্যয়

গবেষণা শাখা	২০১৯ সালে গবেষণা ব্যয়				
	চলতি প্রকল্প সংখ্যা	অর্থপ্রাপ্ত মোট প্রকল্পের সংখ্যা	মোট ছাড়কৃত অর্থ (টাকা)	বিশেষজ্ঞ সম্মানী (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
কলা ও মানবিক	১৭	১৭	৩১,০৬,০০০.০০	৮২,০০০.০০	৩১,৮৮,০০০.০০
সামাজিক বিজ্ঞান	৩৭	৩৭	৬৫,৬৫,০৭০.০০	১,২৬,০০০.০০	৬৬,৯১,০৭০.০০
বিজনেস স্টাডিজ	২১	২১	৩৫,৫৫,৬৩০.০০	১,২০,০০০.০০	৩৬,৭৫,৬৩০.০০
সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৩১৬	৩১৬	৪,৪০,৬৮,৮১০.০০	১৯,৫৮,০০০.০০	৪,৬০,২৬,৮১০.০০
মোট:	৩৯১	৩৯১	৫,৭২,৯৫,৫১০.০০	২২,৮৬,০০০.০০	৫,৯৫,৮১,৫১০.০০

৮. কমিশন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক কার্যক্রম

৮.১ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট, প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

হিসাবের খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছর		২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	
প্রাপ্তি :			
১) প্রারম্ভিক স্থিতি	৬৮.০৪	৬৮.০৪	১৪.০০
২) সরকারি অনুদান	৪৭০৫.০০	৪৭০৪.৯৮	৫৪৪০.০০
৩) ইউজিসি নিজস্ব আয়:			
(ক) যানবাহন থেকে আয়	৪.০০	৩.৪৪	৫.০০
(খ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস অনুমোদন থেকে প্রাপ্তি	২০.০০	১৮.৮৮	২৫.০০
(গ) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ফি	৭.০০	০.৬০	৫.০০
(ঘ) ব্যাংক সুদ বাবদ	৪০.০০	৯.৯৯	৪০.০০
(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় মনিটরিং ব্যয় বাবদ	৫০.০০	২৮.৭৬	৫০.০০
(চ) বিবিধ আয়	২২.৯৬	৪৬.০৬	৩০.০০
ইউজিসি মোট নিজস্ব আয় (ক-চ) :	১৪৩.৯৬	১০৭.৭৩	১৫৫.০০
সর্বমোট প্রাপ্তি (১-৩) :	**৪৯১৭.০০**	**৪৮৮০.৭৫**	**৫৬০৯.০০**
পরিশোধ :			
আবর্তক অনুদান			
১) বেতন বাবদ সহায়তা	১০৪০.০০	৯৬১.৫৭	১১৫০.০০
২) ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮৪৪.০০	৭৩৩.৩৬	৯১৪.০০
মোট বেতন ও ভাতাদি :	১৮৮৪.০০	১৬৯৪.৯৩	২০৬৪.০০
৩) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা			
(ক) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (সাধারণ)	৭০১.০০	৫৯১.৪৪	৭৫৫.০০
(খ) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (মেরামত)	২১৪.০০	২০১.৭৯	২২৪.০০
মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা (৩) :	৯১৫.০০	৭৯৩.২৩	৯৭৯.০০
৪) অন্যান্য অনুদান			
(ক) পেনশন ও অবসর সুবিধা	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৬০০.০০
(খ) গবেষণা অনুদান	১০৮১.০০	১১৪৯.৮৩	১১২৩.০০
(গ) অন্যান্য অনুদান	৩৭৩.০০	১১২.৪১	৩৩১.০০
মোট অন্যান্য অনুদান (৪) :	২১০৪.০০	১৯১২.২৪	২০৫৪.০০

হিসাবের খাত	২০১৮-১৯ অর্থ বছর		২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	
মোট আবর্তক অনুদান(১-৪) :	৪৯০৩.০০	৪৪০০.৪০	৫০৯৭.০০
৫) সাসপেন্স	-	১০৯.৩৫	-
মোট ব্যয় (১-৫) :	**৪৯০৩.০০**	**৪৫০৯.৭৫**	**৫০৯৭.০০**
সমাপনী স্থিতি :	১৪.০০	৩৭১.০০	৫১২.০০
সর্বমোট :	**৪৯১৭.০০**	**৪৮৮০.৭৫**	**৫৬০৯.০০**

৮.২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেট সারসংক্ষেপ

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের		২০১৯-২০ অর্থ বছরের মূল বাজেট
	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	
ক) প্রাপ্তি :			
১) সরকারি অনুদান	৪০০৭.৪৪	৪০০৭.৪৪	৪২৯০.০০
২) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়	৮২২.১৯	৮১০.৭৪	৮১০.৯৬
মোট (১-২) :	৪৮২৯.৬৩	৪৮১৮.১৮	৫১০০.৯৬
খ) পরিশোধ :			
১) বেতন বাবদ সহায়তা	১৫৪৩.০৮	১৬২৭.৫৫	১৬৪৫.২৫
২) ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১১০০.৯৯	১০৮৫.০৪	১১৬১.৯৫
মোট বেতন ও ভাতাদি (১-২) :	২৬৪৪.০৭	২৭১২.৫৯	২৮০৭.২০
৩) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা :			
(ক) পণ্য ও সেবা (সাধারণ)	১০৩২.৮৯	১০৮১.৮৭	১০১৬.৮৮
(খ) পণ্য ও সেবা (মেরামত)	১৭৬.০৭	১২৭.২২	১২১.১৪
মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা :	১২০৮.৯৬	১২০৯.০৯	১১৩৮.০২
৪) পেনশন ও অবসর সুবিধা :	৫৪৪.৫৪	৫১৯.৪৬	৪৯৮.১১
৫) বিশেষ মূলধন অনুদান :	৯২.৫৯	৮১.৩৬	৯০.২৪
৬) অন্যান্য অনুদান :	২২২.২৫	১৯৪.০৬	২৬৬.৪০
মোট অনুদান (১-৬):	৪৭১২.৪১	৪৭১৬.৫৬	৪৭৯৯.৯৭
৭) বিশেষ অনুদান	-	১.১১	-
৮) ট্রান্স ইউরেশিয়া নেট ফি	০.৪০	-	০.৪০
৯) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতনভাতা, পেনশন ও অন্যান্য অনুদান বাবদ থোক বরাদ্দ	-	-	৩০০.৫৯
সর্বমোট (১-৯) :	৪৭১২.৮১	৪৭১৭.৬৭	৫১০০.৯৬

৮.৩ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয় বিবরণী

(কোটি টাকার অংকে)

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা: পণ্য ও সেবা (সাধারণ)		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা: পণ্য ও সেবা (মেরামত)		পেনশন		বিশেষ মূলধন অনুদান		অন্যান্য অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯ (১৫-১৭)	২০ (১৬-১৮)
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪১৯.৪১	৪৪১.৫৬	১৪৮.৩৩	১৫৭.৭৫	১২.২৭	১৭.১০	১১০.০০	১১৫.৭৭	৫.৮১	৫.৯৪	২৭.০০	২৫.৯৪	৭২২.৮২	৭৬৪.০৬	৬৬.০০	৬৮.৪১	৬৫৬.৮২	৬৯৫.৬৫
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫৭.৩০	২৬০.৫৯	৫৭.৭৩	৬১.৭৬	১৪.৮৮	৭.৩৪	৮৩.৫৫	৮০.৫২	৫.৩০	২.৬১	১২.২৮	৭.৪০	৪৩১.০৪	৪২০.২২	৩৪.০০	২৮.৬৭	৩৯৭.০৪	৩৯১.৫৫
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪২.০০	১৫৪.২৪	৪০.৮০	৩৮.২৬	৪.৫৭	৪.৮০	৯৭.০০	৯১.৯৬	১.২৫	০.৯৭	৫.২০	৪.০৭	২৯০.৮২	২৯৪.৩০	১১.০০	১৩.৪৪	২৭৯.৮২	২৮০.৮৬
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১২৫.৪৬	১২৮.৯২	৩৭.৪৩	২৯.২১	৪.৫০	৪.৪৮	৫০.০০	৪৮.৯৮	২.০৫	২.৪৭	৬.৭৪	৪.২৬	২২৬.১৮	২১৮.৩২	১৫.০০	১১.২৯	২১১.১৮	২০৭.০৩
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬.২৩	২০২.৫৬	৪৯.৮০	৪৫.৬৩	৫.৯৭	৫.৪৭	৬৫.১০	৬৫.০৯	৫.০৫	৫.০৪	৮.৬৫	১১.২১	৩৩০.৮০	৩৩৫.০০	১৬.৫০	১৫.৪৯	৩১৪.৩০	৩১৯.৫১
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৮.০৯	১৫১.৫৮	৪৭.৯৯	৫৭.৬১	৪.৬৭	৪.৪২	৩৯.৯৩	২৮.৭৫	৪.৩৫	১.০৮	৮.৬০	৮.৯৫	২৫৩.৬৩	২৫২.৩৯	২৫.০০	২৫.৩৯	২২৮.৬৩	২২৭.০০
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৯২.৪১	৯৬.৬৫	২৪.৫১	৩৫.৫০	১.০৮	১.২২	১৬.৯০	১৬.৯০	০.৫৮	১.২৫	২.৬৭	১.০৪	১৩৮.১৫	১৫২.৫৬	১৩.০০	১৮.৯৫	১২৫.১৫	১৩৩.৬১
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৮০.৫৪	৭৯.২৯	২৮.৩৫	৩০.৯৭	২.২১	২.০৩	৯.০০	৪.৫৯	৩.৮৮	৩.৬১	৯.৯৮	৯.৪২	১৩৩.৯৬	১২৯.৯১	১৬.৫১	১৬.৭১	১১৭.৪৫	১১৩.২০
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৭৪.১০	৭৫.৬২	১৯.৩০	১৬.৪৯	১.৮১	১.২৭	২.৭৩	২.৬১	০.৮১	৬.৬৭	৭.০১	২.১৯	১০৫.৭৬	১০৪.৮৫	৮.৫০	৮.৭৮	৯৭.২৬	৯৬.০৭
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৬৮.৭৫	৭০.৮৪	১৪১.৬১	১৫২.২০	২.৪৭	৪.৩৫	১৫.৮০	১৫.৮৫	৩.৮৫	১.৪৯	৩.৬৬	১.৪৩	২৩৬.১৪	২৪৬.১৬	২৩৬.১৪	২৪৬.১৬	০.০০	০.০০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৮০.৬৫	৮০.৬৯	৪৩.৮৩	৯০.৪৪	৫৮.০০	২১.৭০	৩.০০	৩.০০	৪.৯৩	৪.৩২	৩.৫৯	৪.৩৩	১৯৪.০০	২০৪.৪৮	১৩০.০০	১৪০.৪৮	৬৪.০০	৬৪.০০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	৯২.৮৪	৯৭.৩৬	২৪.০০	৩১.০৯	০.৫০	০.২১	১২.২৫	৯.৫৭	০.৭০	০.৪৩	০.৮৫	০.০০	১৩১.১৪	১৩৮.৬৬	১৬.০০	১৬.০০	১১৫.১৪	১২২.৬৬
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬.৩০	৩৬.০৪	১৭.৯১	১৬.৯৪	১.৪১	২.৪২	৩.৩০	৩.৩০	১.৭৬	২.২২	৩.২৭	২.৭৮	৬৩.৯৫	৬৩.৭০	৫.০০	৫.২১	৫৮.৯৫	৫৮.৪৯
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিঃ ও প্রঃ বিশ্ববিদ্যালয়	৫৪.১৯	৫৫.২৪	১৮.৩৩	১৫.৪৮	২.১০	২.৭৩	১.৪৫	১.৪৫	১.৭৯	১.২৯	৫.৫১	৪.৬৮	৮৩.৩৭	৮০.৮৭	১২.০০	৯.২৭	৭১.৩৭	৭১.৬০
১৫	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১.৩০	৪১.৭৫	১৩.৯৬	১৩.২০	২.৩৫	৩.৩৪	০.৩০	০.৩০	৩.৯৫	২.৫৯	৩.০৭	২.৯৩	৬৪.৯৩	৬৪.১১	১২.০০	১০.৬০	৫২.৯৩	৫৩.৫১
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৫০.৪৫	৪৯.৬৮	১৫.৬৯	১৪.৭৮	২.৫০	২.৫৫	৩.৩৩	১.৮২	১.২০	০.৯২	৪.১৭	৪.১৪	৭৭.৩৪	৭৩.৮৯	৩.৪৪	৩.৬০	৭৩.৯০	৭০.২৯

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা				পেনশন		বিশেষ মূলধন অনুদান		অন্যান্য অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
				পণ্য ও সেবা (সাধারণ)		পণ্য ও সেবা (মেরামত)													
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯ (১৫-১৭)	২০ (১৬-১৮)
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৩.০০	৬৫.২৭	১৬.৪০	১৫.৭০	০.৮০	১.৪১	৩.৭৫	৩.৭৪	১.৪৪	১.৪৮	৩.০৬	২.৮৪	৮৮.৪৫	৯০.৪৪	৮.৭০	৮.৭০	৭৯.৭৫	৮১.৭৪
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪১.৩১	৪১.৮৩	১৪.১২	১৩.৭২	১.৯৬	২.৬৬	৫.০০	৫.০০	২.০০	১.৬৮	৩.৮৮	২.৬৮	৬৮.২৭	৬৭.৫৭	৬.০০	৩.৪১	৬২.২৭	৬৪.১৬
১৯	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯.৩০	৪০.৪৯	১১.২২	১০.৫৩	৫.০৫	৪.৮২	৭.১০	৫.৩৭	৩.৪০	৩.৪০	৪.৪৭	৪.৯০	৭০.৫৪	৬৯.৫১	৯.০০	৪.১২	৬১.৫৪	৬৫.৩৯
২০	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৯.১৭	৫০.২৬	১৫.৫২	১৪.৭৪	১.৭২	১.৬৭	৩.৮২	৩.৮২	১.৮৭	১.৮৭	৩.৯০	৪.১৫	৭৬.০০	৭৬.৫১	৫.০০	৪.৮৫	৭১.০০	৭১.৬৬
২১	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৯.৪২	৪০.৫৩	১৬.৩০	১২.৪১	৩.৬০	১.৫০	৫.৫০	৫.৫০	১.৫৭	০.৬৯	২.৬২	৭.৫৬	৬৯.০১	৬৮.১৯	৫.৫০	৪.৪৬	৬৩.৫১	৬৩.৭৩
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮.৫৯	৩৭.১২	২০.৫৭	২২.৬৩	০.৮২	০.৬৪	০.০০	০.০০	২.৪০	১.৮৭	৫.৫৪	৪.৯০	৬৭.৯২	৬৭.১৬	১১.০০	১০.৭৯	৫৬.৯২	৫৬.৩৭
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৮২.০২	৮১.২০	২৭.৫৯	২৫.২৪	১.৮৫	১.১০	০.৪৬	০.৪৬	১.০৬	০.৮৪	৪.২৯	২.৬৫	১১৭.২৭	১১১.৪৯	১৭.০০	১৭.০৫	১০০.২৭	৯৪.৪৪
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.৪৬	২৪.৮০	১০.২০	৯.৪০	০.৮৫	১.০৪	০.০২	০.০২	১.১৪	১.১৪	২.১৩	১.৮১	৩৯.৮০	৩৮.২১	৭.০০	৬.৪৫	৩২.৮০	৩১.৭৬
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরূল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	২৩.১৫	২৩.২১	১২.৮২	১২.২৩	১.২৫	১.২০	০.৩৩	০.৩৪	০.৮০	০.৬০	৪.৭২	৪.৪১	৪৩.০৭	৪১.৯৯	৭.৫০	৫.৯২	৩৫.৫৭	৩৬.০৭
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস বিশ্বঃ	২৪.৩৮	২৫.০২	৯.৫৫	৯.২৯	৫.২২	৫.৪৯	৩.০০	৩.০০	১.৬৪	১.৪১	১.৯০	১.৬০	৪৫.৬৯	৪৫.৮১	২.৬৬	২.৬৩	৪৩.০৩	৪৩.১৮
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪২.২১	৪২.৫১	৭.৫৫	৬.৬৭	০.৪৭	০.৪২	০.০৫	০.০৫	০.৭৩	১.৪০	২.৪৬	২.৫০	৫৩.৪৭	৫৩.৫৫	২.৮৫	২.৭৪	৫০.৬২	৫০.৮১
২৮	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৭.৪৩	২৭.৪৩	১৪.৫৬	১৫.০২	১.৬৩	১.৫১	০.০০	০.০০	০.৫৯	০.৫৫	৪.৫২	৪.২১	৪৮.৭৩	৪৮.৭২	৬.৫০	৬.৫০	৪২.২৩	৪২.২২
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস	৪৭.০৯	৪৯.১২	২৯.৯৬	২৬.৫৯	৫.৬৫	৪.০৮	০.০০	০.০০	৬.৮০	৭.৩৯	৯.৩৯	৮.৮৯	৯৮.৮৯	৯৬.০৭	২৪.৫০	২৫.৩৮	৭৪.৩৯	৭০.৬৯
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৩৩.৫৪	৩৩.৬৫	১৫.৮৭	১২.৯২	৩.৫৩	১.৫৯	০.০০	০.০০	৩.৫০	১.৩৮	৩.২৭	২.৪৮	৫৯.৭১	৫২.০২	১২.৯৬	১০.১৬	৪৬.৭৫	৪১.৮৬
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২১.৭৫	২১.৩১	১১.২২	৯.৯৭	১.৫০	১.৭৯	০.৯৫	০.৯৫	১.৫০	১.৭০	২.৮০	২.৮১	৩৯.৭২	৩৮.৫৩	৫.৪৫	৪.২৩	৩৪.২৭	৩৪.৩০
৩২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিঃ ও প্রঃ বিশ্ববিদ্যালয়	২৩.০৬	২৪.৬৫	১১.৮৫	১৬.২৭	১.৬০	১.০৭	০.০০	০.০০	১.৬০	০.৭২	৫.১৩	২.৭৯	৪৩.২৪	৪৫.৫০	১৭.০০	১৮.০৫	২৬.২৪	২৭.৪৫

ক্রঃ নং	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ	খাতওয়ারী ব্যয়												মোট		নিজস্ব আয়		নীট ব্যয়	
		বেতন ও ভাতাদি		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা: পণ্য ও সেবা (সাধারণ)		পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা: পণ্য ও সেবা (মেরামত)		পেনশন		বিশেষ মূলধন অনুদান		অন্যান্য অনুদান		সংশোধিত	প্রকৃত				
		বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	ব্যয়	বাজেট	প্রকৃত	বাজেট	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯ (১৫-১৭)	২০ (১৬-১৮)
৩৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০০	১৪.৮০	৭.৪৮	৫.৪০	১.৫০	০.৮৫	০.৯২	০.৭৫	১.১৪	১.২৩	১২.০৬	১১.৫৯	৩৮.১০	৩৪.৬২	৮.০০	৭.৭০	৩০.১০	২৬.৯২
৩৪	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	২০.১৪	২১.৩৯	১০.২৮	৭.৬৫	১.৫০	১.৯১	০.০০	০.০০	১.৫০	১.৩৫	১.৮০	১.৭৩	৩৫.২২	৩৪.০৩	৮.৭০	৫.২০	২৬.৫২	২৮.৮৩
৩৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্বঃ	১০.১৫	৯.৬৪	১২.৮৪	১০.৬৩	০.৭১	০.৮৪	০.০০	০.০০	৩.০৩	২.৫৫	৬.১৭	৫.৫৫	৩২.৯০	২৯.২১	৪.০০	১.৯৫	২৮.৯০	২৭.২৬
৩৬	রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩.২০	২.৯৪	২.৮৫	১.৩৪	৬.৬২	১.২১	০.০০	০.০০	০.৩৩	০.৩৪	০.৯৮	০.৮৪	১৩.৯৮	৬.৬৭	২.৪০	০.৪২	১১.৫৮	৬.২৫
৩৭	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	৫.৭৯	৫.৭৪	১১.৮১	৮.২৬	০.১৮	০.১৩	০.০০	০.০০	১.৪০	০.৩৬	২.৩৩	০.০০	২১.৫১	১৪.৪৯	২১.৪১	১৪.৩৯	০.১০	০.১০
৩৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.০০	০.৮৭	২.৫০	০.৯১	০.৯৩	০.০৭	০.০০	০.০০	০.৯০	০.৪৩	৩.৫০	০.৭৪	৮.৮৩	৩.০২	৪.১০	২.৬৩	৪.৭৩	০.৩৯
৩৯	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.১৭	১.২৫	২.৭০	২.১২	০.০৫	০.০৭	০.০০	০.০০	০.৮৬	০.৮৬	২.০০	০.৯৫	৬.৭৮	৫.২৫	২.৫০	২.০০	৪.২৮	৩.২৫
৪০	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	২.৪৭	২.০৭	২.০৮	১.৫৪	০.৯৩	০.১৫	০.০০	০.০০	১.৪০	১.৩৯	২.৫৩	২.৪৬	৯.৪১	৭.৬১	০.৪৫	০.৪৫	৮.৯৬	৭.১৬
৪১	বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউ.	১.০০	০.৭৯	১.৫০	০.৯৭	৪.৪৫	৪.৪৫	০.০০	০.০০	০.৪২	০.৩২	৫.৩৫	৫.২৯	১২.৭২	১১.৮২	০.৭২	০.৭৫	১২.০০	১১.০৭
৪২	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বি: ও প্র: বিশ্ব:	১.০০	০.৭৩	১.৯৩	০.৯২	০.০৭	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৭৫	০.০৫	১.৮০	১.৮০	৫.৫৫	৩.৫৫	০.৪০	০.৫৬	৫.১৫	২.৯৯
৪৩	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	১.০০	০.৪৩	০.৯০	০.৬৭	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৪০	০.৪৭	২.৭০	২.৪২	৫.০৫	৪.০৪	০.৪৫	০.৪৫	৪.৬০	৩.৫৯
৪৪	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১.০০	০.৬৬	১.০০	০.৬২	০.২৪	০.০২	০.০০	০.০০	০.৮৬	০.৭২	২.৮০	৩.৩৫	৫.৯০	৫.৩৭	০.১০	০.১০	৫.৮০	৫.২৭
৪৫	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০.২৫	০.২৭	০.১৫	০.২০	০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.৩০	০.২৭	১.৯০	১.৩৯	২.৬৫	২.১৩	০.২৫	০.২৫	২.৪০	১.৮৮
	মোট :	২৬৪৪.০৭	২৭১২.৫৯	১০৩২.৮৯	১০৮১.৮৭	১৭৬.০৭	১২৭.২২	৫৪৪.৫৪	৫১৯.৪৬	৯২.৫৯	৮১.৩৬	২২২.২৫	১৯৪.০৬	৪৭১২.৪১	৪৭১৬.৫৬	৮২২.১৯	৮১০.৭৪	৩৮৯০.২২	৩৯০৫.৮২

৮.৪ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেট

(কোটি টাকার অংকে)

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বেতন ও ভাতাদি	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা		মোট	বিশেষ মূলধন অনুদান	অন্যান্য অনুদান			মোট অন্যান্য অনুদান	সর্বমোট	বাদ : নিজস্ব আয়	নীট বাজেট
			সাধারণ	মেরামত ও সংরক্ষণ			পেনশন মঞ্জুরি	গবেষণা অনুদান	অন্যান্য অনুদান				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩৩.৩৩	১৪০.৯৭	১২.৫০	১৫৩.৪৭	৬.৮৫	১২২.০০	৯.০০	৪০.০০	১৭১.০০	৭৬৪.৬৫	৭০.০০	৬৯৪.৬৫
২	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৯.৩৬	৫১.৪৭	১০.৮৯	৬২.৩৬	৫.৬৭	৭৬.৪৬	৪.৪০	৫.৯০	৮৬.৭৬	৪২৪.১৫	২৬.০০	৩৯৮.১৫
৩	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৯.৫০	৩৬.৫৮	৫.৫০	৪২.০৮	১.৩০	৯৩.০০	৬.০০	৩.৭৫	১০২.৭৫	২৯৫.৬৩	১১.৫০	২৮৪.১৩
৪	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্বঃ	১২৯.৪৫	৩৬.৭০	৪.৫৫	৪১.২৫	২.১৫	৩০.০০	২.২০	৫.৬০	৩৭.৮০	২১০.৬৫	১৫.০০	১৯৫.৬৫
৫	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	২০৬.০২	৪৮.২০	৮.০৮	৫৬.২৮	৫.০০	৫৩.০০	৪.২০	৮.০০	৬৫.২০	৩৩২.৫০	১৬.৫০	৩১৬.০০
৬	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৫৫.৩৬	৪৬.৮১	৪.৪২	৫১.২৩	৪.২৭	৪০.০০	৩.০০	৬.১১	৪৯.১১	২৫৯.৯৭	২৫.৫০	২৩৪.৪৭
৭	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	৯৮.২৮	২৪.০৫	১.১৮	২৫.২৩	১.২৮	৯.৭০	০.৮০	১.৮৭	১২.৩৭	১৩৭.১৬	১৩.০০	১২৪.১৬
৮	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৮৬.৪৮	২৭.৫৮	৩.২১	৩০.৭৯	৩.৪২	৫.০০	৪.০০	১০.০৪	১৯.০৪	১৩৯.৭৩	১৫.০০	১২৪.৭৩
৯	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৭৮.৩৩	১৮.৬১	১.৭০	২০.৩১	১.১০	৩.৩১	১.৬০	১০.২৬	১৫.১৭	১১৪.৯১	৯.৫০	১০৫.৪১
১০	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৭৫.৬৫	১৫২.৯৫	২.৪৯	১৫৫.৪৪	৩.৪৫	৪.০০	০.০০	৫.৫৫	৯.৫৫	২৪৪.০৯	২৪৪.০৯	০.০০
১১	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৮৫.১০	৫৫.২৪	৪.৪৯	৫৯.৭৩	৪.৯৫	৬.১৫	০.৮০	৩.২৭	১০.২২	১৬০.০০	১৩০.০০	৩০.০০
১২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্বঃ	৯৫.৩৫	২০.০০	০.৬০	২০.৬০	১.৮০	১৭.০০	৪.৫৩	০.১০	২১.৬৩	১৩৯.৩৮	১৬.০০	১২৩.৩৮
১৩	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্বঃ	৩৭.৮১	১৫.৭৩	১.৪০	১৭.১৩	১.২৫	১০.০০	২.৫০	১.৭৮	১৪.২৮	৭০.৪৭	৫.৫০	৬৪.৯৭
১৪	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিঃ ও প্রঃ বিশ্বঃ	৫৭.১২	১৬.৬৭	২.০৫	১৮.৭২	১.৩০	২.১০	১.২৫	৪.২৫	৭.৬০	৮৪.৭৪	১১.৫০	৭৩.২৪
১৫	মাওলানা ভাসানী বিঃ ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৪৩.৬২	১৩.২৬	২.১১	১৫.৩৭	১.২৮	১.৫০	০.৮০	২.৬৫	৪.৯৫	৬৫.২২	৮.০০	৫৭.২২
১৬	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৫৪.০০	১৫.৫৪	২.৯৬	১৮.৫০	১.৫০	৩.৪০	০.৬০	৩.৯০	৭.৯০	৮১.৯০	৪.০০	৭৭.৯০
১৭	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৭.১১	১৪.৩৭	১.২৯	১৫.৬৬	০.৬০	২.২৫	১.২০	২.৭১	৬.১৬	৮৯.৫৩	৮.২৩	৮১.৩০
১৮	চট্টগ্রাম প্রকৌঃ ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৪৫.৩৫	১৩.৩৫	২.৪৫	১৫.৮০	১.৬৫	৩.৫০	১.৩৫	১.৪০	৬.২৫	৬৯.০৫	৩.৭০	৬৫.৩৫
১৯	রাজশাহী প্রকৌঃ ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৪১.২৪	৯.৯৭	৩.৮১	১৩.৭৮	২.৬০	৫.৫০	১.৩৫	৩.৫৫	১০.৪০	৬৮.০২	৫.০০	৬৩.০২
২০	খুলনা প্রকৌঃ ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৫১.৭৮	১৪.২৪	১.৮৪	১৬.০৮	১.১৭	৩.৭৮	১.১০	৩.০৭	৭.৯৫	৭৬.৯৮	৫.৫০	৭১.৪৮
২১	ঢাকা প্রকৌঃ ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৪২.৬৯	১৩.৫০	২.৬৩	১৬.১৩	১.৪২	২.৫০	১.০৫	৩.৫২	৭.০৭	৬৭.৩১	৪.৫০	৬২.৮১
২২	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৪৪.০৫	২০.৬৭	২.৬৭	২৩.৩৪	২.৩৬	০.১৪	১.০০	৪.২৭	৫.৪১	৭৫.১৬	১২.৫০	৬২.৬৬
২৩	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	৮৬.৬৬	২৬.০৯	২.২২	২৮.৩১	১.১৯	০.১০	১.৭০	৩.১৯	৪.৯৯	১২১.১৫	১৮.০০	১০৩.১৫
২৪	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	২৬.৮০	১০.২৮	১.০০	১১.২৮	১.২৮	০.০২	০.৫০	১.৬৬	২.১৮	৪১.৫৪	৭.০০	৩৪.৫৪
২৫	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বঃ	২৫.০৮	১২.৫৮	১.০৪	১৩.৬২	০.৯০	০.১০	১.২০	৪.২৬	৫.৫৬	৪৫.১৬	৭.৫০	৩৭.৬৬

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	বেতন ও ভাতাদি	পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা		মোট	বিশেষ মূলধন অনুদান	অন্যান্য অনুদান			মোট অন্যান্য অনুদান	সর্বমোট	বাদ : নিজস্ব আয়	নীট বাজেট
			সাধারণ	মেরামত ও সংরক্ষণ			পেনশন মঞ্জুরি	গবেষণা অনুদান	অন্যান্য অনুদান				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২৬	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস	২৬.৪৬	৮.৭০	৩.০০	১১.৭০	১.৫০	০.৫০	১.১৫	১.১৭	২.৮২	৪২.৪৮	২.৭৬	৩৯.৭২
২৭	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪.৭০	৭.১১	০.৭৭	৭.৮৮	১.৭৫	০.০৫	০.৮৫	২.৬৪	৩.৫৪	৫৭.৮৭	২.৬৫	৫৫.২২
২৮	যশোর বিঃ ও প্রঃ বিশ্বঃ	৩২.০০	১৫.৫০	১.৬৩	১৭.১৩	০.৬২	০.০০	১.০০	৪.৯৭	৫.৯৭	৫৫.৭২	৭.৫০	৪৮.২২
২৯	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেঃ	৫২.০০	৩০.৭৬	৬.৭৭	৩৭.৫৩	৬.৩০	০.০০	১.৮০	৯.০০	১০.৮০	১০৬.৬৩	২৭.০০	৭৯.৬৩
৩০	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫.২১	১৪.৬০	২.১২	১৬.৭২	২.১০	০.০০	০.৭০	২.৫৫	৩.২৫	৫৭.২৮	৯.৫০	৪৭.৭৮
৩১	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব	২৪.৫৫	৮.৬০	২.৫০	১১.১০	১.৭৫	০.০৫	০.৪৫	২.০৩	২.৫৩	৩৯.৯৩	৫.৬০	৩৪.৩৩
৩২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিঃও প্রঃ	২৫.৫৪	১১.৬২	২.৩৮	১৪.০০	০.৯৩	০.০০	০.৪০	৫.৫০	৫.৯০	৪৬.৩৭	১৫.০০	৩১.৩৭
৩৩	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্বঃ	১৫.৮১	৭.২৫	১.৭০	৮.৯৫	১.২৩	৩.০০	০.৪৫	৮.৮৬	১২.৩১	৩৮.৩০	৫.২৫	৩৩.০৫
৩৪	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়	২২.০১	১০.০০	১.৫০	১১.৫০	১.৫৭	০.০০	০.৫৩	১.৫০	২.০৩	৩৭.১১	৭.৫০	২৯.৬১
৩৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিঃ বিশ্বঃ	১৩.৬৪	১৪.৭৫	০.৪৫	১৫.২০	২.১৩	০.০০	০.৫০	৪.৮৩	৫.৩৩	৩৬.৩০	৬.২৫	৩০.০৫
৩৬	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ	৩.৬৭	১.৭৫	৪.১১	৫.৮৬	১.৫৩	০.০০	০.১২	১.৫৭	১.৬৯	১২.৭৫	০.৪৫	১২.৩০
৩৭	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	৬.০৬	১৩.৪৯	০.১৫	১৩.৬৪	১.০৭	০.০০	০.০০	০.৮১	০.৮১	২১.৫৮	২১.৩৮	০.২০
৩৮	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	২.০০	১.৭৫	০.৭৫	২.৫০	১.০০	০.০০	০.০০	২.৫০	২.৫০	৮.০০	১.৭০	৬.৩০
৩৯	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্বঃ	১.৬০	৩.০০	০.০৫	৩.০৫	০.৯০	০.০০	০.০০	১.৫০	১.৫০	৭.০৫	২.১০	৪.৯৫
৪০	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	৪.৪৮	২.৩৯	০.২৩	২.৬২	০.৫২	০.০০	০.০৫	১.৮৩	১.৮৮	৯.৫০	০.৬০	৮.৯০
৪১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউঃ	৩.৯০	২.৯০	৫.০০	৭.৯০	২.০০	০.০০	০.০০	২.২০	২.২০	১৬.০০	১.০০	১৫.০০
৪২	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিঃ	৩.০০	২.৫০	০.৩০	২.৮০	১.০০	০.০০	০.০৫	১.৫০	১.৫৫	৮.৩৫	০.৪৫	৭.৯০
৪৩	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	১.৮০	২.০০	০.১৫	২.১৫	১.২০	০.০০	০.০০	৩.০০	৩.০০	৮.১৫	০.৫৫	৭.৬০
৪৪	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২.০৫	২.০০	০.৪০	২.৪০	১.০০	০.০০	০.০০	২.৫০	২.৫০	৭.৯৫	০.২০	৭.৭৫
৪৫	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১.২০	০.৮০	০.১০	০.৯০	০.৪০	০.০০	০.০০	১.১০	১.১০	৩.৬০	০.৫০	৩.১০
	মোট বাজেট বরাদ্দ :	২৮০৭.২০	১০১৬.৮৮	১২১.১৪	১১৩৮.০২	৯০.২৪	৪৯৮.১১	৬৪.১৮	২০২.২২	৭৬৪.৫১	৪৭৯৯.৯৭	৮১০.৯৬	৩৯৮৯.০১
৪৬	ট্রান্স ইরোশিয়া নেট ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০	০.০০	০.৪০
৪৭	বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেতন ভাতা, পেনশন ও অন্যান্য অনুদান বাবদ থোক বরাদ্দ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০.৫৯	০.০০	৩০০.৫৯
	সর্বমোট বাজেট:	২৮০৭.২০	১০১৬.৮৮	১২১.১৪	১১৩৮.০২	৯০.২৪	৪৯৮.১১	৬৪.১৮	২০২.২২	৭৬৪.৫১	৫১০০.৯৬	৮১০.৯৬	৪২৯০.০০

৮.৫ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ অর্থবছরের পৌনঃপুনিক বরাদ্দের জন্য কমিশনের সুপারিশ এবং সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ

(কোটি টাকার অংকে)

অর্থ বছর	বেতন ও ভাতাদি		পেনশন		অন্যান্য মঞ্জুরি		মোট	
	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি	বিমক সুপারিশ	সরকারি মঞ্জুরি
২০০৯-২০১০	৬৪০.৮৩	৬০৩.৪৭	১৪০.০০	১১০.৩০	১৩৩.৬৮	১৩৭.৭১	৯১৪.৫১	৮৫১.৪৮
২০১০-২০১১	৮২৪.০৭	৮০৯.৮৭	১৪৫.০০	১৪৫.০০	১৪৯.০০	১৩৬.৩৫	১১১৮.০৭	১০৯১.২২
২০১১-২০১২	৮৭৫.৫৭	৮৬৩.৩৮	১৫৯.১৫	১৪৫.৩২	১৭৯.৫২	১৭০.৩৩	১২১৪.২৪	১১৭৯.০৩
২০১২-২০১৩	৯২৯.৯৫	৯১৩.৮৬	১৭২.৫৯	১৪৫.০০	১৯৭.৬১	১৭৪.৭৪	১৩০০.১৫	১২৩৩.৬০
২০১৩-২০১৪	১১৫৬.৫২	১১২৪.৯৬	২০০.০০	১৭৭.৯৮	২১০.৯৮	২৩৯.৫৬	১৫৬৭.৫০	১৫৪২.৫০
২০১৪-২০১৫	১২৭২.৬০	১২৬১.৯৭	২৩৮.৯০	২৩৮.৯০	২৮০.৪৫	২৪১.৭৩	১৭৯১.৯৫	১৭৪২.৬০
২০১৫-২০১৬	১৯১২.৯৫	১৯১২.৯৫	৩২০.১৭	২৮৫.৫৯	২৭৯.১৯	২৫২.৫৯	২৫১২.৩১	২৪৫১.১৩
২০১৬-২০১৭	২২৮৫.০০	২২৭৩.৬২	৫৬৩.৯০	৫৬৩.৯০	৫৮৩.৩০	৩০৩.১৫	৩৪৩২.২০	৩১৪০.৬৭
২০১৭-২০১৮	২৪৬২.৮৬	২৪৩৩.৬০	৫৬০.৫০	৫৫৫.২৬	৫৮৮.৬৪	৫১৩.১৪	৩৬১২.০০	৩৫০২.০০
২০১৮-২০১৯	২৯৩৩.৫৪	২৭০৮.২৮	৬৩০.৫০	৪২.৫৭	১৪৮৭.৩৪	২৩০০.৫৩	৫০৫১.৩৮	৪০০৭.৪৪

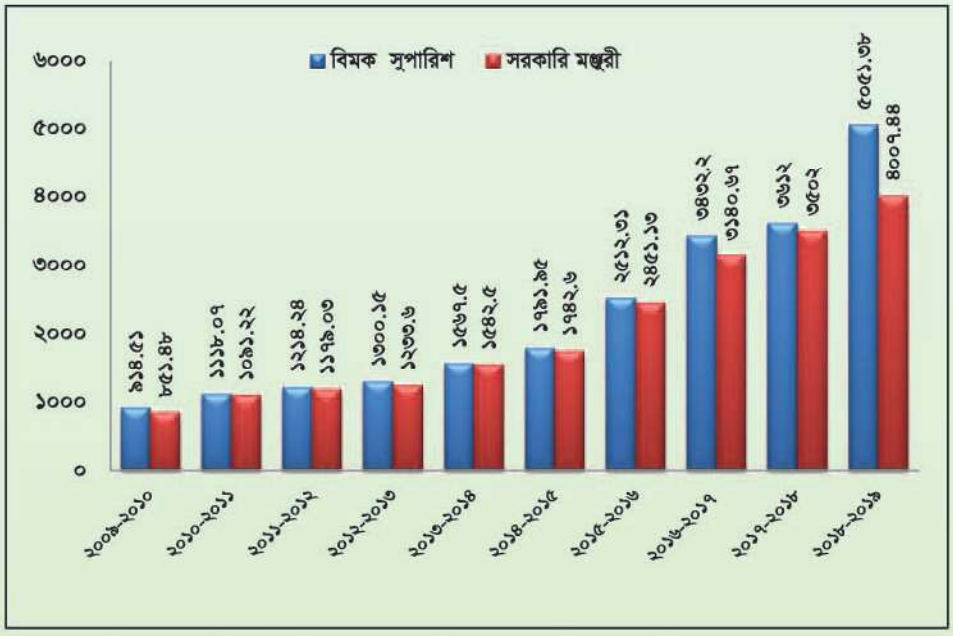

চিত্র ১: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ অর্থবছরের বার্ষিক অনুন্নয়ন অনুদান

৮.৬ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের অনুন্নয়ন বাজেটে শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দের তুলনামূলক তথ্য

(কোটি টাকার অংকে)

অর্থবছর	জাতীয় বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	শিক্ষা বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট (অনুন্নয়ন)	শিক্ষা বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ(%)	জাতীয় বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ(%)
২০০৯-২০১০	১১০৫২৪.২৩	১১৫৬৬.৪৬	৮৬০.৪৬	৭.৪৪%	০.৭৮%
২০১০-২০১১	১৩০০১২.১৩	১৩৩৯৯.৪৪	১১০২.২৪	৮.২২%	০.৮৪%
২০১১-২০১২	১৬১২১২.৯৩	১৮৩৭৮.৫৮	১১৯২.৪৭	৬.৪৮%	০.৭৩%
২০১২-২০১৩	১৮৯৩২৫.৭০	২১০১৬.২৭	১২৪৮.৫৭	৫.৯৪%	০.৬৫%
২০১৩-২০১৪	২১৬২২১.৯৫	২৬৩৩৯.৭০	১৫৫৯.৬৪	৫.৯২%	০.৭২%
২০১৪-২০১৫	২৩৯৬৬৭.৭৩	২৮৬২৮.০৪	১৭৬০.৮৯	৬.১৫%	০.৭৩%
২০১৫-২০১৬	২৬৪৫৬৪.৬৭	৩৭১১৪.৬০	২৪৮০.০৭	৬.৬৮%	০.৯৪%
২০১৬-২০১৭	৩১৭১৭১.১৫	৩৯৫০৭.৮২	৩১৭২.১৭	৮.০৩%	১.০০%
২০১৭-২০১৮	৩৭১৪৯৫.৩৪	৪১৬২৩.৬০	৩৫৩৫.৮৭	৮.৪৯%	০.৯৫%
২০১৮-২০১৯	৪৪২৫৪১.৩১	৪৬৩৮৯.৪৮	৪০৫৪.৪৯	৮.৭৪%	০.৯২%

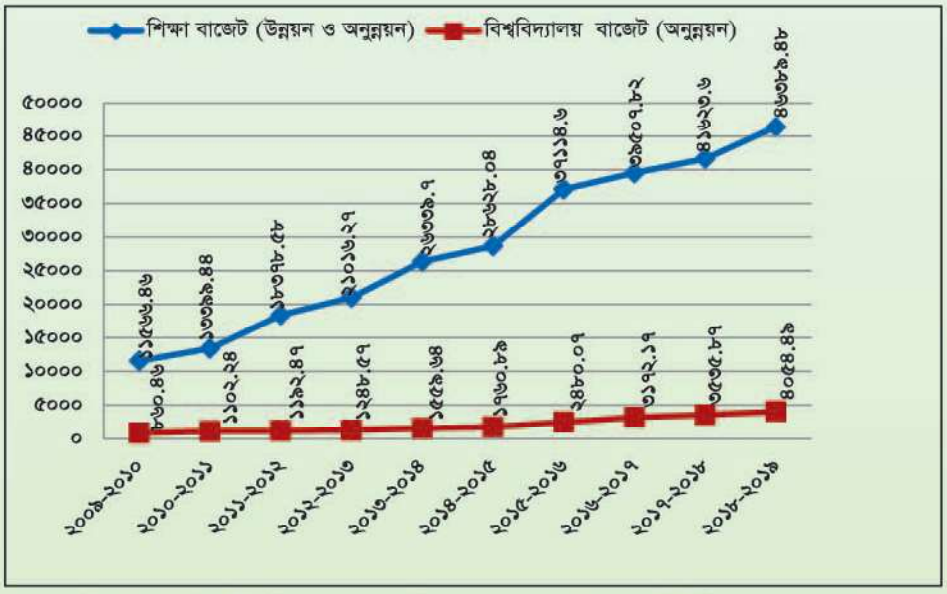

চিত্র ২: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষা বাজেট (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) এবং বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট (অনুন্নয়ন)-এর তুলনামূলক তথ্য

৯. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

৯.১ ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়	সংখ্যা
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	১০৫
সর্বমোট=	১৫১

৯.২ ২০১৯ সালে বিভাগভিত্তিক পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	
		পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
১.	ঢাকা বিভাগ	১৬	৬৬
২.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৮	১৬
৩.	রাজশাহী বিভাগ	৫	০৯
৪.	খুলনা বিভাগ	৫	০৫
৫.	বরিশাল বিভাগ	২	০৩
৬.	সিলেট বিভাগ	৩	০৪
৭.	রংপুর বিভাগ	৩	০১
৮.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৪	০১
	সর্বমোট	৪৬	১০৫

৯.৩ মানচিত্রে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

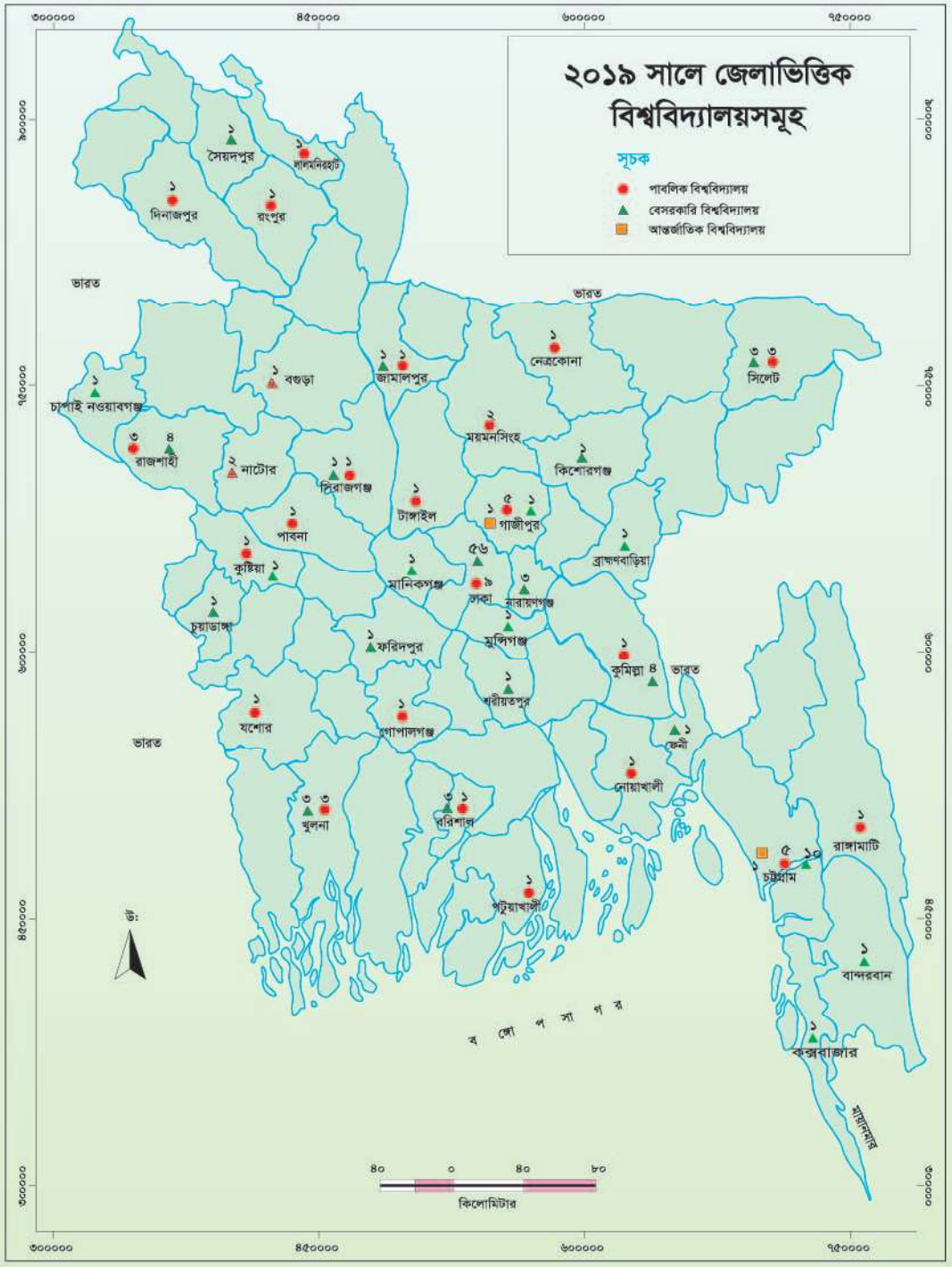

বাংলাদেশ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১০. ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	২০১৯ সালে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত (প্রায়)
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	৫,০৭,৯২৮	৩,০৯,৭৭৯	৮,১৭,৭০৭	১১,৪৬৭	৪,০৫৭	১৫,৫২৪	১:৫৩
২	১৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা	১৬,৮১,০৮৭	১৫,৮৬,৪৯৭	৩২,৬৭,৫৮৪	১,১৮,৮৮৭	৩৯,৩৪২	১,৫৮,২২৯	১:২০
৩	৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৭টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/ মাদ্রাসা	২১,৮৯,০১৫	১৮,৯৬,২৭৬	৪০,৮৫,২৯১	১,৩০,৩৫৪	৪৩,৩৯৯	১,৭৩,৭৫৩	১:২৪
৪	১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২,৪৭,৯৪৭	১,০১,২১৩	৩,৪৯,১৬০	১১,২০০	৪,৮৭০	১৬,০৭০	১:২২
	১৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা (ক্রমিক ৩ ও ৪ এর সমষ্টি) সর্বমোট =	**২৪,৩৬,৯৬২**	**১৯,৯৭,৪৮৯**	**৪৪,৩৪,৪৫১**	**১,৪১,৫৫৪**	**৪৮,২৬৯**	**১,৮৯,৮২৩**	**১:২৩**

১১. ২০১৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

১১.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

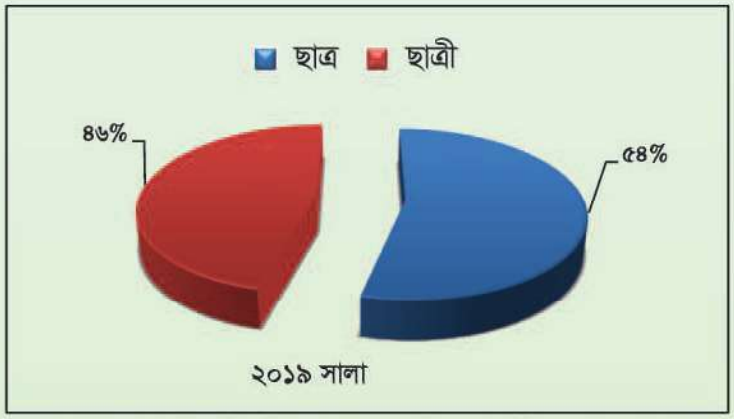

চিত্র ৩: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

১১.২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

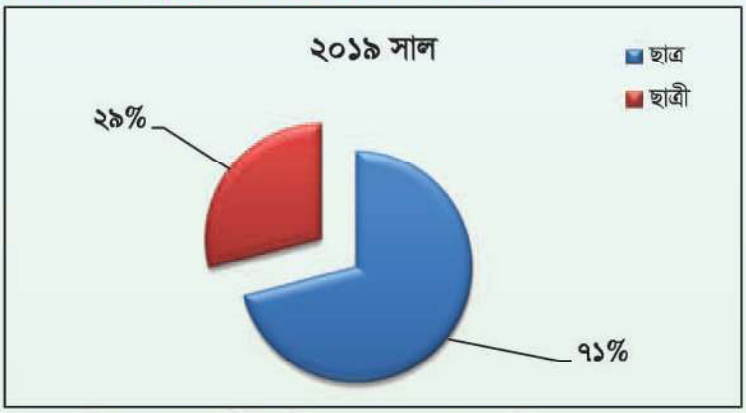

চিত্র ৪: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও ছাত্রীর শতকরা হার

১২. ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা, অনুষদ/স্কুল, বিভাগ/প্রোগ্রাম, ইনস্টিটিউট/গবেষণা কেন্দ্র/ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	অনুষদ/স্কুল সংখ্যা	বিভাগ/প্রোগ্রাম সংখ্যা	ইনস্টিটিউট/গবেষণা কেন্দ্র/ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার সংখ্যা	অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/ মাদ্রাসা সংখ্যা
পাবলিক	৪৬	২৫৪	১১৮৬	১০৫	৩৯৮৫
বেসরকারি	১০৫	৩৮৪	১৬৩৯	২০	০

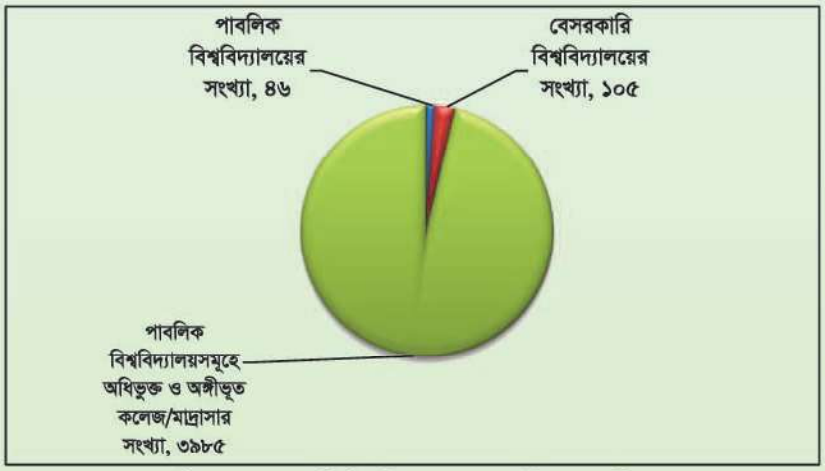

চিত্র ৫: ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত, অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার সংখ্যা

১৩. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	মোট
২০১০	৩৫৯	১,৫৫৭	১,৯১৬
২০১১	২১০	১,৬৫১	১,৮৬১
২০১২	৫২৫	১,৬৪২	২,১৬৭
২০১৩	৩২৬	১,৬১২	১,৯৩৮
২০১৪	৪৩২	১,৬৪৩	২,০৭৫
২০১৫	৫৯৩	১,৫৪৮	২,১৪১
২০১৬	৩৫৫	১,৯২৭	২,২৮২
২০১৭	৪৬১	১,৯৭৭	২,৪৩৮
২০১৮	৮০৪	১,৩৮৬	২,১৯০
২০১৯	৪৮২	১,৪৬৭	১,৯৪৯

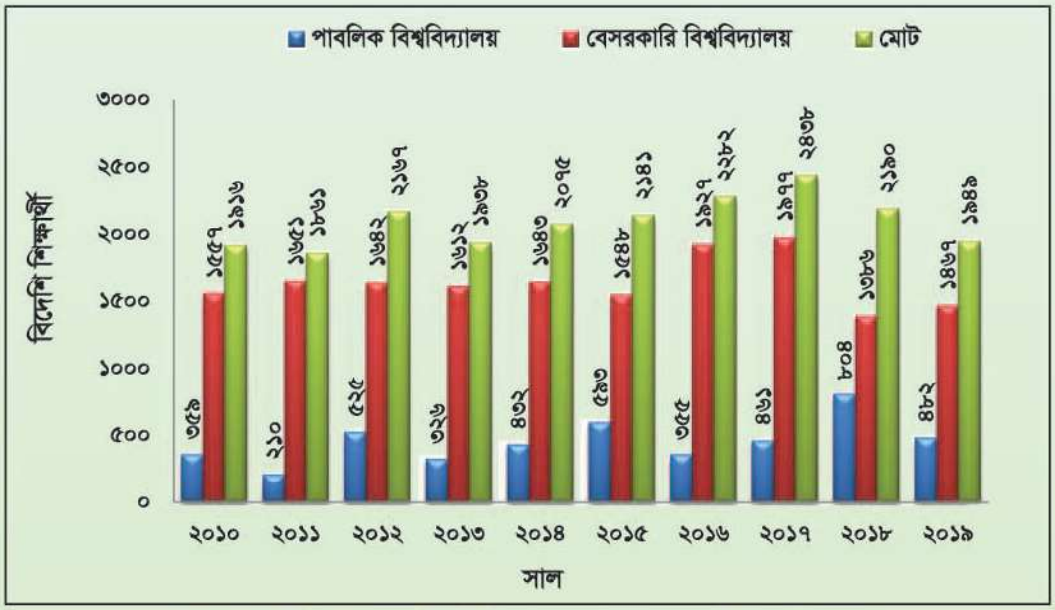

চিত্র ৬: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত বিগত দশ বছরের বিদেশি শিক্ষার্থীর তুলনামূলক পরিসংখ্যান

১৪. পাবলিক (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ) ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

সাল	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী			বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী			বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট শিক্ষার্থী		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
২০১৫	১৮,৭৯,২৮৮	১৩,২৭,১৪৭	৩২,০৬,৪৩৫	২,৫৫,৭৫০	৯৪,৩৮০	৩,৫০,১৩০	২১,৩৫,০৩৮	১৪,২১,৫২৭	৩৫,৫৬,৫৬৫
২০১৬	১৭,৫৭,৩২৭	১৩,৯৩,০৮২	৩১,৫০,৪০৯	২,৪৪,৯২০	৯২,২৩৭	৩,৩৭,১৫৭	২০,০২,২৪৭	১৪,৮৫,৩১৯	৩৪,৮৭,৫৬৬
২০১৭	২০,৪২,৫৩২	১৫,৬৩,৬০৫	৩৬,০৬,১৩৭	২,৫৫,৪৯৬	৯৮,৮৩৭	৩,৫৪,৩৩৩	২২,৯৮,০২৮	১৬,৬২,৪৪২	৩৯,৬০,৪৭০
২০১৮	২২,৩০,৭২১	১৮,৬৩,৬২৪	৪০,৯৪,৩৪৫	২,৪৭,১৭৭	১,১৪,৬১৫	৩,৬১,৭৯২	২৪,৭৭,৮৯৮	১৯,৭৮,২৩৯	৪৪,৫৬,১৩৭
২০১৯	২১,৮৯,০১৫	১৮,৯৬,২৭৬	৪০,৮৫,২৯১	২,৪৭,৯৪৭	১,০১,২১৩	৩,৪৯,১৬০	২৪,৩৬,৯৬২	১৯,৯৭,৪৮৯	৪৪,৩৪,৪৫১

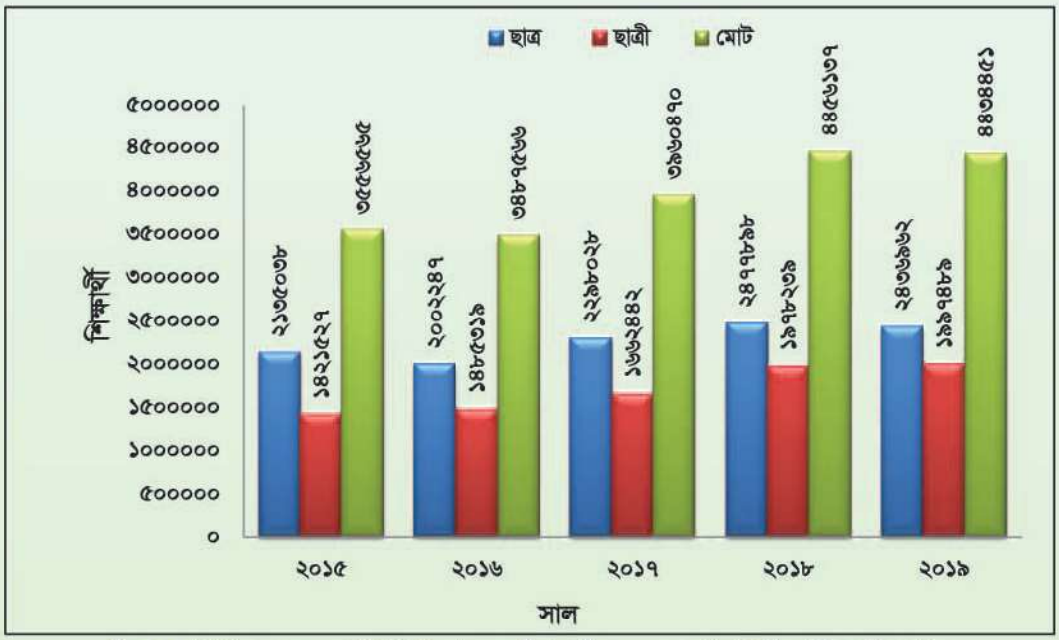

চিত্র ৭: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত পাঁচ বছরের সর্বমোট শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

১৫. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ও প্রথম বর্ষের আসন সংখ্যা

- স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান পর্যায়ে (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) :

  আসন সংখ্যা: ৪৭,১৭১ জন

  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৫১,৬৭৭ জন

- **মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি পর্যায়ে (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত):**

  আসন সংখ্যা: ৩১,১৮৬ জন

  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৩১,৮২২ জন

- **স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে (জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) :**

  আসন সংখ্যা: ৮২,৬১৩ জন

  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৯০,২০৮ জন

- **২০১৯ সালে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতক (পাস)/স্নাতক (সম্মান)/স্নাতক কারিগরি/সমমান, মাস্টার্স/মাস্টার্স কারিগরি, এমফিল/পিএইচডি/সমমান পর্যায়ে এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট পর্যায়ে:**

  সর্বমোট আসন সংখ্যা: ১২,২২,১৮৪ জন

  ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১১,৪৭,৮০০ জন

১৬. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আসন ও ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান

২০১৯ সালে সর্বমোট আসন সংখ্যা : ২,৭৮,১৪৬ টি
২০১৯ সালে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ১,২০,২৭৬ জন
ছাত্র সংখ্যা: ৮৪,৮৮৯ জন
ছাত্রী সংখ্যা: ৩৫,৩৮৭জন

- **স্নাতক (পাস)**

  স্নাতক (পাস) পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ১,৮৮০ টি
  স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ১,১৬৮ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ৮৩৬ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ৩৩২ জন

- **স্নাতক (সম্মান)**

  স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ১,৮৩,২৭৭ টি
  স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ৮৯,৩২৭ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ৬৪,২৮০ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ২৫,০৪৭ জন

- **স্নাতকোত্তর**

  স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আসন সংখ্যা: ৯২,৯৮৯টি
  স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২৭,৯৩৮ জন
  ছাত্র সংখ্যা: ১৮,৩৬১ জন
  ছাত্রী সংখ্যা: ৯,৫৭৭ জন

১৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষণা ব্যয় ও প্রকাশনার পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা (সংখ্যা)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট			
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৩৯৯৭	১৪১৭৫	৩৮১৭২	১৬৪৫	৭৪২	২৩৮৭	৫২০.১৭	৪৭২	১ ঃ ১৬
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৪৩০৯	১৩৯৮২	৩৮২৯১	৯১৫	২৩৫	১১৫০	৪৪০.০০	১৮৩	১:৩৩
৩.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪২৩	৩১৮৫	৭৬০৮	৪২৯	১৫৯	৫৮৮	৭০১.৩৪	১০৬	১:১৩
৪.	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	৭২৪৯	২০৪০	৯২৮৯	৫০৮	১৫৬	৬৬৪	২২৬.৩৩	১৩৬	১: ১৪
৫.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৪৬৫৩	৮২৪৯	২২৯০২	১১০৪	৩০৩	১৪০৭	২.৭৫	৫১৮	১:১৬
৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	৯৯৯৩	৭২১৯	১৭২১২	৫৯১	২৪৫	৮৩৬	২২৭.৫১	৩০৯	১ঃ২১
৭.	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১০১৭৫	৪৮৮২	১৫০৫৭	৩৩৭	৬২	৩৯৯	৮২.৭৮	০	১:৩৮
৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৬০৯	২৮০২	৯৪১১	৪৪১	১২৮	৫৬৯	২৯০.০০	০	১ঃ১৬
৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৬৪০	২৪৬০	৬১০০	৩৭৪	১১৫	৪৮৯	১৭৭.৫০	০	১:১২
১০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৬	৪৬১	৯২৭	৩৫১	১৪২	৪৯৩	৪২.৬০	৯৪০০	১:৫৩
১১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	৮১৬	৯৩২	১৭৪৮	১৪৮	৫০	১৯৮	৭০৮.৪৪	৩০৪	১:৯
১২.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৬৯৮৪	৪৫৬৩	১১৫৪৭	২৩৯	৭৩	৩১২	৮০.৫৫	০১	১ঃ৩৭
১৩.	মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৮০৭	২৬২১	৬৪২৮	১৬৫	৫৬	২২১	৯৫.৪৭	৮৭১	১:২৯
১৪.	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২২৮৭	১১৪১	৩৪২৮	২২১	৩৮	২৫৯	৬৮.১২	১৬২	১:১৩
১৫.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২২	১৪৫৭	৩৩৭৯	২০২	১২০	৩২২	১৮৪.৫১	১০৬	১:১০
১৬.	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৪৬৭	১১১১	৫৫৭৮	২১৪	৬৯	২৮৩	১৩১.৯৯	১২৭	১:২০
১৭.	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩৪২১	৯৫১	৪৩৭২	২৫২	৫৩	৩০৫	৮৩.২৯	৫৬৬	১:১৫
১৮.	খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮৬৭	৯৯৩	৫৮৬০	৩২৩	৪৬	৩৬৯	১০০.৩৩	৫০	১:১৬
১৯.	ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩২৪৪	৩৪৩	৩৫৮৭	২১৭	৪০	২৫৭	১০০.৫৪	১৭০	১ঃ১৪

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা (সংখ্যা)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট			
২০.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৪৬৮৬	২৬৫৬	৭৩৪২	২৩৬	১১৪	৩৫০	৮৮.০০	০৩	১:২১
২১.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	১০২৬৬	৬২৭৮	১৬৫৪৪	৪০৪	২৭৬	৬৮০	১৩১.৯৮	০	১:২৪
২২.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭২০	২৩৮১	৬১০১	১৭২	৮০	২৫২	৪৯.৭৯	০	১:২৪
২৩.	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়	৪৩৪৭	২৯১১	৭২৫৮	১৭৪	৭৪	২৪৮	৪৮.৭৯	০	১:২৯
২৪.	চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি এন্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়	৭২৩	৫৪৭	১২৭০	৯৬	৪২	১৩৮	৪৮.৫৪	২	১:৯
২৫.	সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১২১১	৮৮৯	২১০০	১৮৫	৬২	২৪৭	৮৫.০০	১	১:৯
২৬.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৬৪৯	১৩১০	৩৯৫৯	২১৭	৪৪	২৬১	৩৮.৫২	২	১:১৫
২৭.	পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২৮৯৯	১৫০৮	৪৪০৭	১৪১	৩৩	১৭৪	৪৩.০০	০	১:২৫
২৮.	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর	৫২৯৯	৩০৯৪	৮৩৯৩	১৪০	৪৮	১৮৮	৭০.০০	১৭৩৯	১:৪৪
২৯.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্	৩২৫৯	২১৬৩	৫৪২২	৩১০	১১৪	৪২৪	১৪০.৮১	৯৬	১:১৩
৩০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৭৮৬৫	৩১২৪	১০৯৮৯	১৮৬	৮৬	২৭২	৪০.০০	১৩১	১:৪০
৩১.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়	২২৩৩	৪৬৯	২৭০২	১২৭	৬০	১৮৭	৪১.২৬	১৭	১:১৪
৩২.	বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বারিশাল	৫২৬৮	৩০২৩	৮২৯১	১১৮	৭৫	১৯৩	৪৩.০০	০	১:৪৩
৩৩.	রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	৩১৮	১৩১	৪৪৯	০৮	০৬	১৪	৪.৪৮	০	১:৩২
৩৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি	৬০০	২০০	৮০০	৩২	০৮	৪০	২৫.৯২	২৩	১:২০
৩৫.	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৬	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৭	রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	১৬০	১০১	২৬১	১৪	১০	২৪	০	০	১:১২

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা (সংখ্যা)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট			
৩৮.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	৭৪	২৪	৯৮	৪	১১	১৫	০.৫০	০	১:৭
৩৯.	শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়	৪৭	৪০	৮৭	৫	৪	৯	০	০	১:১০
৪০.	খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১১৬	১০৫	২২১	-	-	-	০	০	০
৪১.	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২২৪	৬৫	২৮৯	১৬	১	১৭	৫.০০	৬	১:৬
৪২.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়	৬৫	১৩	৭৮	৪৬	০৬	৫২	০	০	১:২
	৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট =	১৯৩৩৫৮	১০৪৫৯৯	২৯৭৯৫৭	১১৩০৭	৩৯৮৬	১৫২৯৩	৫১৬৮.৮১	১৫৫০১	১:১৯
	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩	৩৪	১৩৭	৬৬	২০	৮৬	১৮৭	০	১:২
	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	৩১৪৪৬৭	২০৫১৪৬	৫১৯৬১৩	৮৮	৪৯	১৩৭	৩.৩৮	২০৯	১:৩৮
	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়	০	০	০	৬	২	৮	০	০	০
	মোট =	৩১৪৫৭০	২০৫১৮০	৫১৯৭৫০	১৬০	৭১	২৩১	১৯০.৩৮	২০৯	১:২৩
	৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট =	৫০৭৯২৮	৩০৯৭৭৯	৮১৭৭০৭	১১৪৬৭	৪০৫৭	১৫৫২৪	৫৩৫৯.১৯	১৫৭১০	১:৫৩

১৭.১ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা			শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৩৪)	৮৪৭৯১	৮৬৯৮২	১৭১৭৭৩	৫৬০৮	৫০৭৪	১০৬৮২	১: ১৬.০৮
২.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (২০)	১৭৯২	১৩৯৮	৩১৯০	৮৫	৫১	১৩৬	১:৪.২
৩.	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (২৫)	৩৮৯৫	৪৬৪৭	৮৫৪২	১১০২	৫৫১	১৬৫৩	১:৬
৪.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১২)	২৩৯৯	২৯৯৬	৫৩৯৫	৪৬০	৭৫৭	১২১৭	১:৪
৫.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (১)	-	১৩৩	১৩৩	০৩	১৩	১৬	১:৮
৬.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (২২৬৮)	১৫০০৩৯২	১৪৪০৪৭৯	২৯৪০৮৭১	৭৬০৩৪	২৫৩০২	১০১৩৩৬	১:২৯
৭.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়(৪২)	৮৩৯	৭৬৭	১৬০৬	-	-	-	-
৮.	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বি. ও প্রযুক্তি বিশ্ব: (১)	৩৩৫	৯০	৪২৫	২৩	৫	২৮	১:৬.৫
৯.	শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (১)	০	০	০	১০	১	১১	-
১০.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১)	২১০	১২৬	৩৩৬	২২	৭	২৯	১:৯
১১.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অভ্ প্রফেশনালস (৫৬)	২৪৫২	১,৪৩৮	৩,৮৯০	৭৪১	২২৮	৯৬৯	১:৪.০০
১২.	বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (৮)	২৮২৭	৪৯৯	৩৩২৬	১৮৮	১০	১৯৮	১:১৭
১৩.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (২)	৭৩২	৩১	৭৬৩	৭৪	১১	৮৫	১:১১
১৪.	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (১৩৪৬)	৭৬৮৯৭	৪০৬৩৯	১১৭৫৩৬	৩৩৪৩২	৬৭২০	৪০১৫২	১ঃ৩
১৫.	চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (২৯)	৮২৫	১৩৮৫	২২১০	১১০৫	৬১২	১৭১৭	১:১.২৯
১৬.	রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (৫৩)	২৭০১	৪৮৮৭	৭৫৮৮	০	০	০	০
১৭.	সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (১১)	০	০	০	০	০	০	০
	উপমোট =	**১৬৮১০৮৭**	**১৫৮৬৪৯৭**	**৩২৬৭৫৮৪**	**১১৮৮৮৭**	**৩৯৩৪২**	**১৫৮২২৯**	**১:২০**
	৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট=	**৫০৭৯২৮**	**৩০৯৭৭৯**	**৮১৭৭০৭**	**১১৪৬৭**	**৪০৫৭**	**১৫৫২৪**	**১:৫৩**
	৪৬টি (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসাসহ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট=	**২১৮৯০১৫**	**১৮৯৬২৭৬**	**৪০৮৫২৯১**	**১৩০৩৫৪**	**৪৩৩৯৯**	**১৭৩৭৫৩**	**১:২৪**

১৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষণা ব্যয়, প্রকাশনা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন		প্রায়		
১.	নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি	৪২	১৬৮	৪৯	৭৫	৮৫	৪৬	২১০	৭৩	২০৫৯৬	৬৫৩.২০	১১৩৫	১:২৩
২.	ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি চিটাগং	০২	১৪	০৪	০৪	২৭	১৫	৪০	১৩	১৬৮৮	১৭.৯৮	৩০	১:১৪
৩.	ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	২০	৯৫	২১	৪০	৩১	৩৮	১৩৭	১০৩	৭৫৪৯	৪৩৯.৮৮	১৯০	১:১৬
৪.	সেন্ট্রাল উইমেন'স ইউনিভার্সিটি	০১	০৩	০৩	০০	০৬	০১	২৪	০৭	৫০৯	১.০২	১১	১:১১
৫.	ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি	৩৮	০৫	২২	০০	৫৮	০০	১৬৪	০১	৭০৬১	১০.৩৮	৯০	১:২৪
৬.	আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম	১৮	৪১	৫৮	২০	১৪৯	১৫	৫৯	২৫	১১৪২২	১৪৯.৪০	১৯৫	১:২৮
৭.	আহছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	৩৭	৪৮	২৯	১০	১৮০	১১	১৪৭	৬৯	৭৫৪৬	৩৮.৩৮	১৮৯	১:১৪
৮.	আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ	২৫	০০	৩৭	০০	১৬৭	০০	১১৯	০০	১০৪৩২	৮৯৮.২৫	২৩৩	১:২৬
৯.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	২১	৬১	১৬	২১	৭৩	২৬	১৮৯	০৮	১২৪৭২	১৪০.৩৮	১৬১	১:৩০
১০.	দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক	১৭	৪৩	২২	৩৩	১০৭	১৫	১১৯	০২	৫৬৪১	৫৩.৫১	১৫০	১:১৫
১১.	গণ বিশ্ববিদ্যালয়	০৯	১৩	০৬	০৫	২৭	০১	১১১	০৩	৩৩৬৭	৫৩.১৩	১১০	১:১৯
১২.	দি পিপল'স ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০২	১২	০২	০৭	১৯	১৩	২১	৩২	৪১০০	০০.০০	০	১:৩৮
১৩.	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১০	০২	১২	০৩	৩৮	১৫	৩৬	৭৭	৫৫৩৮	২৯.৫৯	১০	১:২৯
১৪.	ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	১০	০৪	১৫	০৮	৪৬	১৩	৮২	২৩	৬৪৬৬	১০.০০	১১	১:৩০
১৫.	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৩	০৬	০৫	০২	৪৬	০২	২৯	১০	২৯৭৬	১৬.৫০	১৫২	১:২৯
১৬.	ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি	৫২	৬১	৪১	২৬	৬১	৪৬	৩৬৪	৭১	১০৫৬৬	৩৭০৯.৭১	১৭৯	১:১৫
১৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	০৩	০৮	০৩	০০	১৭	০০	১০১	০৭	৪০৭৫	২০.১০	৫১	১:২৯
১৮.	লিডিং ইউনিভার্সিটি	০৫	০৭	০৭	০১	৩০	২১	৬৭	০৩	৩৪০০	১০.৭০	২২৪	১:২৪
১৯.	বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৩	১১	০৫	০৫	২৯	০৫	৪৩	০১	৩১২২	১.৭২১	৫১	১:৩১
২০.	সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০১	০৪	০১	০১	২২	০০	১৫	০০	৮৯০	২০.৬৩	৩	১:২০
২১.	ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ	২২	১৩	৪৭	০৫	৫৭	০৬	৬৬	১৬	৩১০৬	৩৪.৩১	৪৪	১:১৩
২২.	প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি	০৯	৩৩	৭৯	১৩	৭৯	২৫	১১৮	০৬	৬০২৮	১১.৬৯	২৭	১:২১
২৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	০৮	৬৫	৪৯	৩৯	৪৯	৬৫	১৭২	৫২	৯৭২৭	৫.০৯	৫৭১	১:২১
২৪.	ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২৫	৪০	১৩৪	১৮	১৩৪	৩৬	৫৩২	৫০	২০০৩৮	৭৫৩.৯৬	০	১:২৩

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
২৫.	স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১৩	৩২	১২৭	১৫	১২৭	০৭	৮১	১৪	৬২৮৫	৭৫.৪৮	১১১	১:১৯
২৬.	স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৪	৬৭	১৯	৩৬	১৯	২০	৫১	০৯	২৬০৭	৫২.৫০	২৭	১:১২
২৭.	ইবাইস ইউনিভার্সিটি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০.০০	-	০.০০
২৮.	সিটি ইউনিভার্সিটি	০৫	০২	২৬	০১	২৬	০২	১৮৬	০৭	৭৪৬৮	১০.৫০	৩৫	১:২৯
২৯.	প্রাইম ইউনিভার্সিটি	০৭	০২	২০	০৩	২০	০৩	৭০	০২	৩৮৭৮	২১.৩০	৪৪	১:৩৪
৩০.	নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১১	৪৫	৪১	১৮	৪১	৪৬	১৩৩	৩৯	৬৯৮৩	৭.৪৯	১০৯	১:২০
৩১.	সাউদার্ণ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	১৫	২২	৩২	০১	৩২	০৬	৮৯	০৭	৩০৫৯	১৩.০১	৪২	১:১৭
৩২.	গ্রীণ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১১	১৪	২৮	০৩	২৮	১০	১৭২	৩৭	৫৩৪০	৩১.৪৭	৯৮	১:১৯
৩৩.	পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	০৯	০৭	১০	০০	১০	০৩	৬০	০৫	১৭৩৯	১.৫৭	২৬	১:১৯
৩৪.	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	১৬	০৪	২২	০১	২২	০০	১৬৪	০৫	৪৫৮২	৮৩.৬৫	১৬৫	১:২১
৩৫.	শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেক:	০৭	০১	৫৭	০৫	৫৭	০২	৭০	১৮	৪৬২৪	৭৯.২০	০	১:২৭
৩৬.	দি মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি	০২	০১	০২	০০	০২	০০	১৯	০১	৬০৭	২.৫২	২	১:২২
৩৭.	ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি	১২	০৭	৩৬	০৩	৩৬	০১	৭২	০৫	৩২৭৮	২.৪২	২১	১:২১
৩৮.	মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি	১০	০০	২৬	০৫	২৬	০৪	৫৭	০১	১৮৬৩	৩১.৪২		১:২৮
৩৯.	উত্তরা ইউনিভার্সিটি	২০	১৩	৫০	১১	৫০	১৮	১৪০	৩৪	৭৩৯৬	৭৮.৮৩	৭০	১:২৫
৪০.	ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	২১	০৭	৭১	০৪	৭১	০৮	৯৩	০৩	৪৯৪৩	১৯৫.৪০	৯৮	১:১৯
৪১.	ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া	০১	০৯	১২	০১	১২	০৬	২৮	৩৭	২৭০১	০.৪৭	৩৭	১:২৭
৪২.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেক:	০৭	০৪	১১০	০৪	১১০	০৩	১৪৬	১১	৭০৪৯	৯৯.৭২	৮৫	১:২৪
৪৩.	প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি	০৫	০৫	১০	০৪	১০	১৪	৪৮	১০৭	২১৮৫	১.৪৮	৪	১:১১
৪৪.	ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সা:	০৪	০৫	৩৩	০৮	৩৩	০৪	৫৫	০৯	৬৯১৬	১৪.৭৯	৫২	১:৫৬
৪৫.	প্রাইমএশিয়া ইউনিভার্সিটি	১৩	০০	১২	০০	৩৮	০০	১৬৪	০০	৩৫৮৮	১০.৯৪	৪১	১:১৫
৪৬.	রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা	০৩	০১	০২	০১	১০	০৩	২৫	১১	১৭৯০	৫.৬০	৫	১:৩২
৪৭.	ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	২৪	০৯	৩৯	১৩	৫২	১৪	৭০	৪৮	৪৮৬৯	১২৪৮.৪৭	১৫৮	১:১৪
৪৮.	অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৫	০৪	০০	০৫	১৯	০৫	৫২	০৬	২৫০২	১.৫৩	২৮	১:২৬
৪৯.	ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৩	০১	০০	০০	০০	০২	২২	০৪	৪২৮	৪.০০	০	১:১০
৫০.	বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	০৬	০০	০৫	০৩	৩২	০৫	২৫	০১	২৩৪৯	৪.২৬	০	১:৩১
৫১.	আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৭	০০	০১	০৪	১৪	০২	৪২	০৭	১৩৫০	১৩.৮৮	১১	১:১৮

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক: অধ্যাপক স্থায়ী	অধ্যাপক খণ্ডকালীন	সহযোগী অধ্যাপক স্থায়ী	সহযোগী অধ্যাপক খণ্ডকালীন	সহকারী অধ্যাপক স্থায়ী	সহকারী অধ্যাপক খণ্ডকালীন	প্রভাষক স্থায়ী	প্রভাষক খণ্ডকালীন	মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
৫২.	ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি	০০	১৯	০৫	০৬	২৩	০২	৪৫	০০	২১৪৯	১৬.৫৬	৬৫	১:২০
৫৩.	ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৫	০১	০৬	০২	০৭	০২	৩২৭	১৮	১৩১৫০	২১৫.৮৭	৭	১:৩৬
৫৪.	বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি	০৬	২০	০১	১৩	৩৭	০৫	৮২	০০	৪৬৭৩	৮.০০	০	১:২৮
৫৫.	হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০৪	০১	০৭	০০	১৩	০০	৪৪	০১	১০৮০	৭.৪৮	২৭	১:১৫
৫৬.	বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি)	০৭	১১	০৭	০৩	৫৬	১২	৮৮	২২	৬৪৬২	১৯.১৪	৫২	১:৩১
৫৭.	নর্থ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০২	০৬	০৩	০৩	১১	০৬	২৫	০৫	১০৬৫	৪.২১	৩	১:১৭
৫৮.	ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৫	০০	০৫	০২	০১	০০	৪৬	০১	২৯২৩	০০.০০	৪	১:৪৯
৫৯.	ঈশাখাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	০৪	০২	০০	০০	০১	০২	১৯	০৫	৬৩৫	০.৭৯	৫১৭	১:১৯
৬০.	জেড.এইচ. সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০১	০১	০০	০৯	০০	৫৭	০০	৯৫৮	০০.০০	৯	১:১৪
৬১.	এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	০১	০০	০৩	০০	০৩	০০	৪২	০০	৭৩৩	০.৮১	৪২	১:১৫
৬২.	নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি	০২	১৪	০০	১০	২৯	২০	৪৪	০৬	৩৪৬৯	১০.৪১	০	১:২৮
৬৩.	খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়	০৫	০৪	০২	০১	১২	০৬	৪২	০০	১১০৬	৩.০০	০	১:১৫
৬৪.	সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি	১২	২৮	০৮	১১	২২	১৩	১৮৬	৪১	৬০২০	২৭০.১২	৩৫	১:১৯
৬৫.	ফেনী ইউনিভার্সিটি	০১	০৬	০১	০১	১০	০২	৩০	০৩	৯৭৬	০.৫৪	৭	১:১৮
৬৬.	ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	০১	০২	০১	০২	০১	০১	১৭	০৩	১৩১৭	০.৭১	২	১:৪৭
৬৭.	পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০২	২৩	০২	০৮	১০	১৭	১৩৫	০১	৬২০৮	১১৩.২১	৫	১:৩১
৬৮.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস (বিইউএইচএস)	১০	০৭	১০	০২	১৮	০৩	২২	০৯	৯৪৯	১৯.০২	৭৭	১:১১
৬৯.	চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি	০৫	১৬	০৮	১৫	১৮	০৮	২০	১৪	১৭৮৯	৫১.০০	০	১:১৭
৭০.	নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ	০৪	১৯	০৬	০৩	০৯	০০	৩২	০৩	১৪৩৮	৩.৬৭	১৭	১:১৯
৭১.	টাইমস্ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ	০৪	০০	০০	০০	০১	০০	০৯	০০	১৭০	১২.০০	০	১:১১
৭২.	নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৭	০৮	০০	০২	০৯	০১	৪১	০০	১৩৫০	০০.০০	০	১:২০
৭৩.	ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০৪	০৭	০০	০৩	০৮	০২	৬৩	১৮	২৫৮৫	১০.০০	০	১:২৪
৭৪.	রাজশাহী সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি (আরএসটিইউ)	০৪	০৩	০৭	০২	০৭	০২	২৩	০৪	৭৫৬	১৩.০০	১	১:১৫
৭৫.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি	০১	০৬	০০	০২	০৪	০০	৩৬	০২	৪৫৯	৩.১০	৩৫	১:০৯
৭৬.	কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	০০	০০	০৩	০০	০৪	০১	২৬	১৬	৯১৭	১.৭৯	৭	১:১৮
৭৭.	রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়	০৩	০৪	০২	০১	১৪	০১	২৮	০৩	৬৭৮	০.১১	০	১:১২
৭৮.	জার্মান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০৩	০০	০০	০০	০১	০১	২৭	০৩	৮৮১	২.৮৯	০	১:২৫
৭৯.	গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	০০	০০	০০	০০	০০	০৯	১৭	০৬	১২৩৭	৯.১২	০	১:৩৯

ক্র. নং	বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষক								মোট শিক্ষার্থী	গবেষণা ব্যয় (লক্ষ টাকায়) প্রায়	প্রকাশনা (প্রবন্ধ, সাময়িকি, বই ও অনান্য)	শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত
		অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক					
		স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন	স্থায়ী	খণ্ডকালীন				
৮০.	সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০৭	০৩	০০	০৪	০০	০১	১৫	০৮	৯৮৩	১৩.২০	০	১:২৬
৮১.	বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি), সৈয়দপুর	০১	২০	০২	০৫	২৪	০১	৭০	০৫	২৩০৫	২৭.৫৪	০	১:১৮
৮২.	আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বিএইউইটি), কাদিরাবাদ	০৫	১৪	০৮	০৬	০৪	০২	৭০	০০	১৫৯৪	০.৪৪	০	১:১৫
৮৩.	বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএআইইউএসটি)	০০	০৩	০৬	০০	২৩	০৪	৬১	০০	১২১৪	৬.৮৫	৬৭	১:১৩
৮৪.	দি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব স্কলার্স	০১	০২	০১	০২	০৬	০৩	১৮	১৪	৯৯১	০.০৮	০	১:২১
৮৫.	কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৪	০০	০৩	০০	০৫	০০	২৮	০০	১১৮৪	২.৫২	০	১:৩০
৮৬.	এন. পি. আই ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ	০৩	০০	০৩	০০	০৩	০০	২১	০৩	৮৫৮	১০.৫০	৫	১:২৬
৮৭.	নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, খুলনা	০৫	১৭	০২	০৪	০৪	০৫	৫৮	০৭	২৩৬৪	৭.২১	২৯	১:২২
৮৮.	রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	০৭	০১	০০	০০	০২	০২	১৭	০৩	৫৪৭	০০.০০	০	১:১৭
৮৯.	ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, চট্টগ্রাম	০৫	০৬	০১	০১	০৩	০১	৩৮	০৮	৮৮১	১৩.৪০	০	১:১৪
৯০.	সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি	০৩	০১	০১	০২	০৫	০৩	১০	০৫	২৪২	০০.০০	০	১:০৮
৯১.	রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯২.	ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ	০১	০০	০২	০০	০২	০০	৩৪	০২	৫২২	৩১.৮৪	০	১:১৩
৯৩.	রূপায়ণ এ. কে. এম শামসুজ্জোহা বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯৪.	আনোয়ার খান মডার্ণ ইউনিভার্সিটি	০৪	০১	০২	০১	১২	০০	০৫	০০	৪৪৮	০০.০০	০	১:১৮
৯৫.	জেড.এন.আর.এফ ইউনিভার্সিটি অব ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেস	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯৬.	দি ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লা	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯৭.	আহসানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯৮.	খুলনা খান বাহাদুর আহছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
৯৯.	বান্দরবান বিশ্ববিদ্যালয়	০৩	০০	০০	০০	০০	০০	১২	০৮	৭৮	০০.০০	০	০০
১০০.	শাহ মখদুম ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	
১০১.	ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি, বরিশাল	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
১০২.	ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি	০১	০৩	০৪	০১	০১	০১	০১	০১	১২২	০০.০০	০	১:০৯
১০৩.	কুইন্স ইউনিভার্সিটি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
১০৪.	ইউনিভার্সিটি অব ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০
১০৫.	ইউনিভার্সিটি অব স্কিল এনরিচমেন্ট এন্ড টেকনোলজি	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০

১৯. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

ক্রমিক নং	বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান	শতকরা শিক্ষার্থী
১	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত)	৭.২৯ ভাগ (প্রায়)
২	১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহ (জাতীয় ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত)	৫.১২ ভাগ (প্রায়)
৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজসমূহ	৭১.৯৯ ভাগ (প্রায়)
৪	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১২.৭২ ভাগ (প্রায়)
৫	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত মাদ্রাসা	২.৮৮ ভাগ (প্রায়)

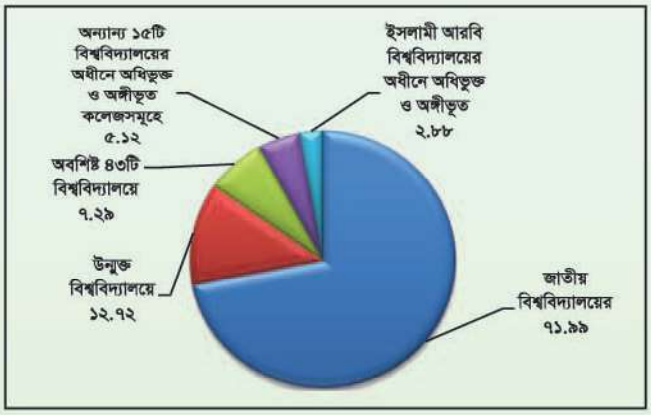

চিত্র ৮: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ এবং মাদ্রাসার তুলনামূলক শিক্ষার্থীর শতকরা হার

২০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার

সাল	শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১০	৩১	১৭৩৬৮৮৭	+৩৫৪৬৭১	+২৫.৬৫
২০১১	৩৪	২১৭০৪৭২	+৪৩৩৫৮৫	+২৪.৯৬
২০১২	৩৪	১৮৯০৫৪৩	-২৭৯৯২৯	-১২.৯০
২০১৩	৩৪	২০২০৫৪৯	+১৩০০০৬	+৬.৮৭
২০১৪	৩৫	২৮৪৯৮৬৫	+৮২৯৩১৬	+৪১.০৪
২০১৫	৩৭	৩২০৬৪৩৫	+৩৫৬৫৭০	+১২.৫১
২০১৬	৩৭	৩১৫০৪০৯	-৫৬০২৬	-১.৭৫
২০১৭	৩৭	৩৬০৬১৩৭	+৪৫৫৭২৮	+১৪.১৩
২০১৮	৪০	৪০৯৪৩৪৫	+৪৮৮২০৮	+১১.৯২
২০১৯	৪৬	৪০৮৫২৯১	-৯০৫৪	-০.২২

** অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যাসহ*

চিত্র ৯: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা

২১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থীর হ্রাস-বৃদ্ধির হার

সাল	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা	বিগত বছরের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি	হ্রাস/বৃদ্ধির শতকরা হার
২০১০	৫১	২২০৭৫২	+১৯৮১৩	+৯.৮৬
২০১১	৫২	২৮০৮২২	+৬০০৭০	+২৭.২১
২০১২	৬০	৩১৪৬৪০	+৩৩৮১৮	+১২.০৪
২০১৩	৭৮	৩২৮৭৩৬	+১৪০৯৬	+৪.৪৮
২০১৪	৮০	৩৩০৭৩০	+১৯৯৪	+০.৬১
২০১৫	৮৫	৩৫০১৩০	+১৯৪০০	+৫.৮৭
২০১৬	৯৫	৩৩৭১৫৭	-১২৯৭৩	-৩.৭০
২০১৭	৯৫	৩৫৪৩৩৩	+১৭১৭৬	+৫.০৯
২০১৮	১০৩	৩৬১৭৯২	+৭৪৫৯	+২.১১
২০১৯	১০৫	৩৪৯১৬০	-১২৬৩২	-৩.৪৯

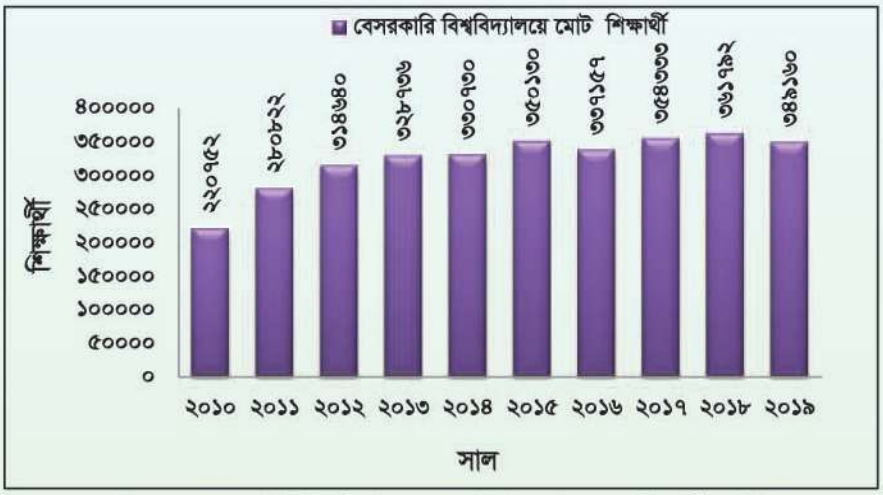

চিত্র ১০: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত দশ বছরের শিক্ষার্থী সংখ্যা

২২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

বিষয়	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়								সর্বমোট	
	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়		জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়		উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়		ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়			
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার
কলা ও মানবিক	৪২০৪৬	১৪.১১	৯০৬৮২০	৩০.৮৩	১৯১৭১৮	৩৬.৯০	১১৭৫৩৬	১০০	১২৫৮১২০	৩২.৪৬
সামাজিক বিজ্ঞান	৪৬৫৬৯	১৫.৬৩	৯২৪৪৯২	৩১.৪৪	১১৯৩৬৬	২২.৯৮	০	০	১০৯০৪২৭	২৮.১৩
শিক্ষা	৮২৩১	২.৭৭	১১৫৯৫	০.৩৯	১৪১৮৫	২.৭৩	০	০	৩৪০১১	০.৮৮
চারুকলা	২৪০৯	০.৮১	০		০		০	০	২৪০৯	০.০৭
বাণিজ্য	৪১০৯০	১৩.৭৯	৮০৮০৫৪	২৭.৪৮	৪৮৩৩	০.৯৩	০	০	৮৫৩৯৭৭	২২.০৪
আইন	৭৫৭৮	২.৫৪	৯৮৬১	০.৩৪	৭৬২	০.১৫	০	০	১৮২০১	০.৪৭
ফার্মেসি	৮০১	০.২৭	০		০		০	০	৮০১	০.০৩
বিজ্ঞান	৩৮৮৮	১.৩১	২৭৩৪০৪	৯.৩০	০		০	০	৩১২২৯২	৮.০৬
জীববিজ্ঞান	২২৭৮৯	৭.৬৪	০	০	০		০	০	২২৭৮৯	০.৫৯
চিকিৎসা	৫২০১	১.৭৪	০	০	৮৪৫	০.১৬	০	০	৬০৪৬	০.১৬
কৃষি	১৭১৮৪	৫.৭৭	০	০	৭২৪৮	১.৩৯	০	০	২৪৪৩২	০.৬৩
প্রকৌশল ও কারিগরি	৫২৭০৪	১৭.৬৯	২১৫৩	০.০৭৪	১৫৩২	০.৩০	০	০	৫৬৩৮৯	১.৪৬
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	১৩৮০১	৪.৬৪	৪৬৮৯	০.১৬	১৭৯১১৪	৩৪.৪৭	০	০	১৯৭৬০৪	৫.১০
সর্বমোট:	২৯৭৯৫৭	১০০.০০	২৯৪১০০৮	১০০.০০	৫১৯৬১৩	১০০.০০	১১৭৫৩৬	১০০.০০	৩৮৭৬১১৪	১০০.০০

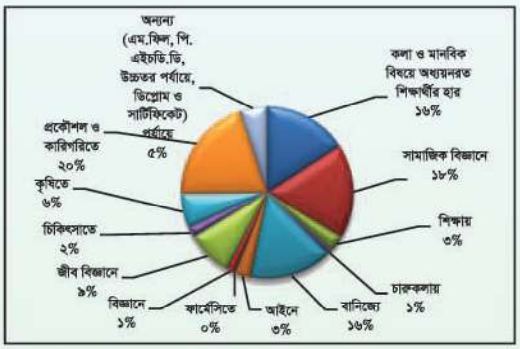

চিত্র: ১১: ৪৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত) অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার

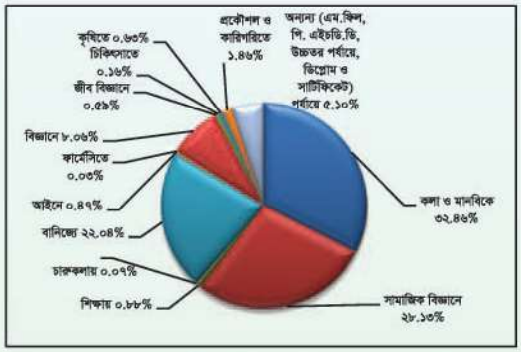

চিত্র: ১২: ৪৫টি (ইসলামি আরবি ও অন্যান্য অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর হার

২৩. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

বিষয়	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	
	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শতকরা হার (প্রায়)
কলা ও মানবিক	৩৬০৬৭	১০.৩৩
সামাজিক বিজ্ঞান	১২৮৭৭	৩.৬৯
শিক্ষা	১৭২১	০.৪৯
চারুকলা	৩২২৯	০.৯২
বিজ্ঞান	১৩৪০৬	৩.৮৪
জীববিজ্ঞান	২৪৬১	০.৭০
ব্যবসায় প্রশাসন/ব্যবসায় শিক্ষা	৮৭৬৯৫	২৫.১২
আইন	২১৯১৯	৬.২৮
ফার্মেসি	১৪১৫৯	৪.০৬
কৃষি	১৯৮৫	০.৫৭
প্রকৌশল ও কারিগরি	১৫০০৩৯	৪২.৯৭
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৩৬০২	১.০৩
সর্বমোট:	**৩৪৯১৬০**	**১০০.০০**

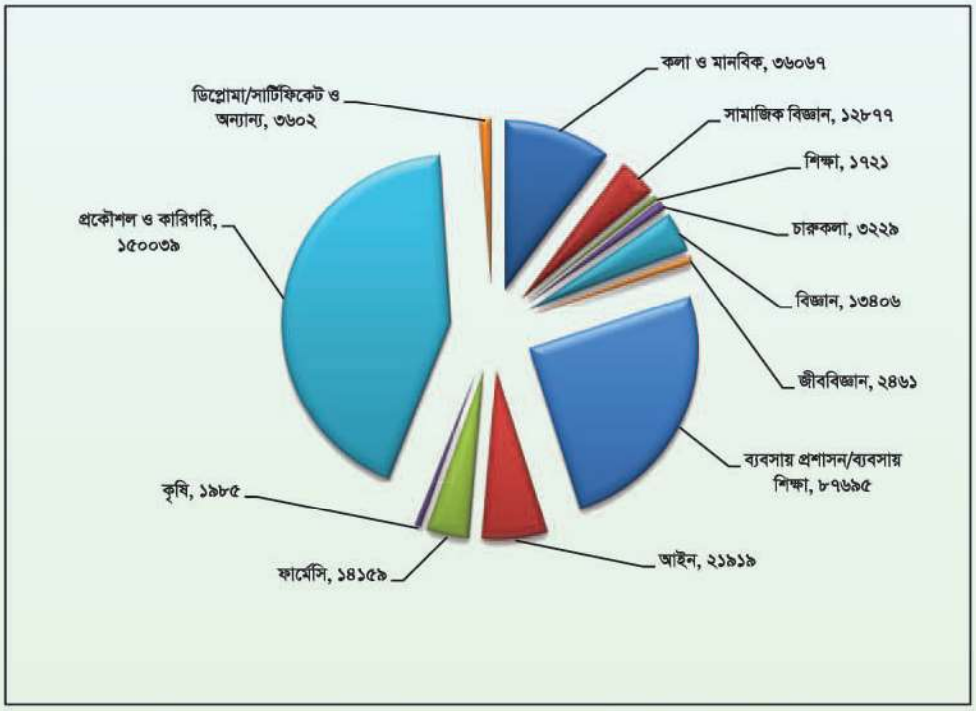

চিত্র ১৩: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুষদভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

২৪. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

ডিগ্রির নাম	বিশ্ববিদ্যালয়				সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা
	৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা	
স্নাতক (পাস)	০	১২৭৩৪২৯	৩৩০৪০২	৫৭৫৪৬	১৬৬১৩৭৭
স্নাতক (সম্মান)	২৩৪২৪৮	১৪৩৯৪৭০	২৮৪৪	৪১১১	১৬৮০৬৭৩
মাস্টার্স	৫০৮৫৯	২২৭৮৫২	১০১২০	৫৫৮৭৯	৩৪৪৭১০
এমফিল/পিএইচডি	৫২৯০	৫৭	২০	০	৫৩৬৭
এফসিপিএস/এমডি	২৭৯৭	১২	০৪	০	২৮১৩
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	৪৭৬৫	১৮৮	১৭৬২২৩	০	১৮১১৭৬
সর্বমোট:	**২৯৭৯৫৭**	**২৯৪১০০৮**	**৫১৯৬১৩**	**১১৭৫৩৬**	৩৮৭৬১১৪

* ১৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজের শিক্ষার্থী ব্যতীত

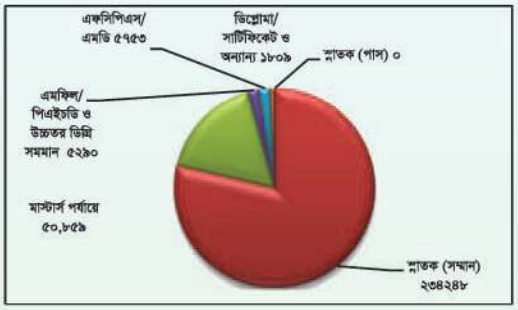

চিত্র ১৪: ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত) ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

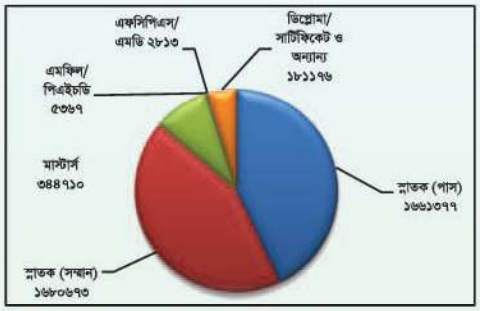

চিত্র ১৫: ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৫টি অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ব্যতীত) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

২৫. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ডিগ্রির নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা
স্নাতক (পাস)	৭৪০৮
স্নাতক (সম্মান)	২৯১৯৪০
মাস্টার্স	৪৭৫০৩
ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট ও অন্যান্য	২৩০৯
সর্বমোট:	৩৪৯১৬০

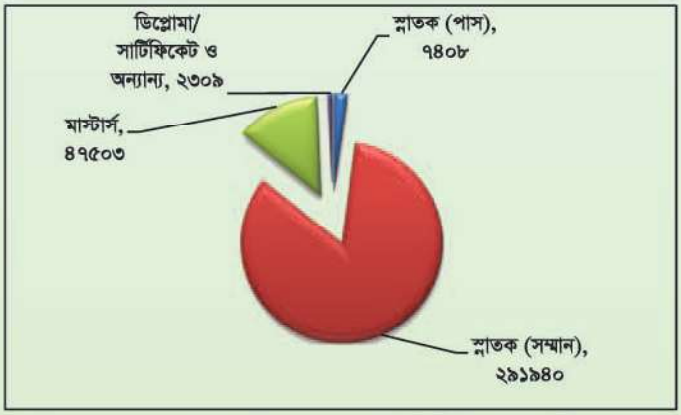

চিত্র ১৬: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রিভিত্তিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা

২৬. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ৫ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার

বিভিন্ন পর্যায়ের ডিগ্রি	শতকরা হার				
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
স্নাতক (পাস)	৭৪	৭৪	৬৭	৭০	৫৯
স্নাতক (সম্মান)	৯৪	৮৫	৮৬	৮০	৭৫
কারিগরি স্নাতক	৬৯	৭১	৭৫	৮৪	৭৬
স্নাতকোত্তর	৯৩	৯৩	৮১	৭৯	৮০
কারিগরি স্নাতকোত্তর	৯৭	৯৫	৯৫	৯৯	৯৩
এমফিল ও পিএইচডি/সমমান	৮৪	৮৫	৮০	৮০	৭৭
ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট	৬৮	৫৯	৭০	৬৫	৫১

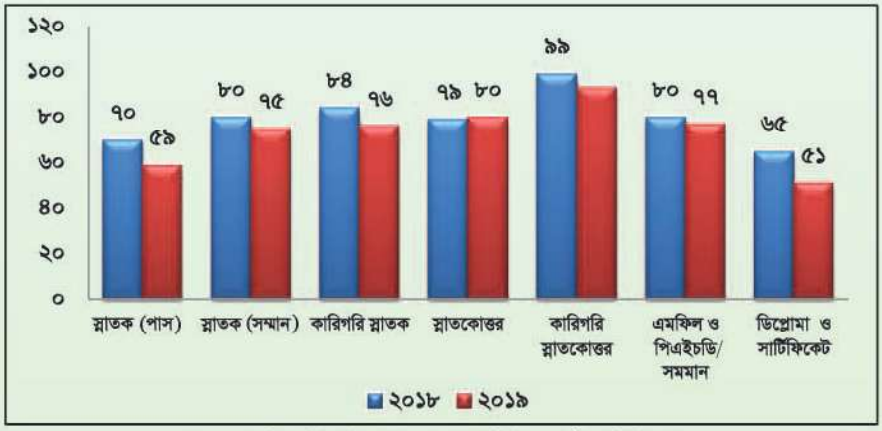

চিত্র ১৭: ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তুলনামূলক শতকরা হার

২৭. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত ৫ বছরের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের শতকরা হার

বিভিন্ন পর্যায়ের ডিগ্রি	শতকরা হার				
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর	৭৬.৪২	৭২.০৭	৭৩.১৯	৭২.২৯	৬১.৭১
স্নাতক (সম্মান) (কারিগরি ও প্রযুক্তি)	২২.২০	২৭.০৭	২৬.০৪	২৬.৬৯	৩৬.৪৮
স্নাতকোত্তর (কারিগরি ও প্রযুক্তি)	১.৩৮	০.৮৬	০.৭৭	১.০২	১.৮১

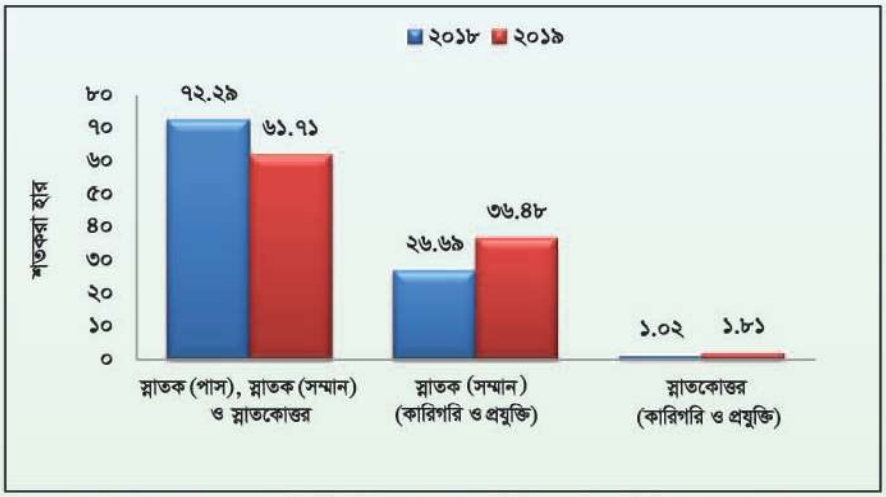

চিত্র ১৮: ২০১৮ ও ২০১৯ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে ডিগ্রিপ্রাপ্তদের তুলনামূলক শতকরা হার

২৮. ২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত) ও ৯৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক	
	স্থায়ী	খন্ডকালীন	স্থায়ী	খন্ডকালীন	স্থায়ী	খন্ডকালীন	স্থায়ী	খন্ডকালীন
পাবলিক	৩,৮৬১	৫৪০	২,২৬৫	২৪৩	৪,৭৩১	৩৩২	২,৭১৭	৩৫৯
বেসরকারি	৮০৫	১,৩০৭	৮০০	৬০৩	২,৮৬৮	৭৪৩	৭,১৪৫	১,৩২৮

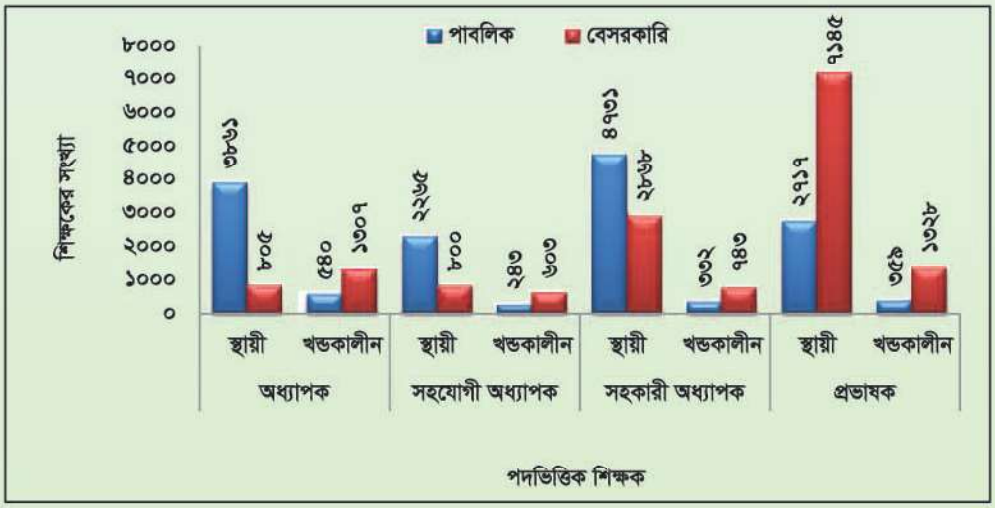

চিত্র ১৯: ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদভিত্তিক শিক্ষকের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

২৯. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পদভিত্তিক তুলনামূলক বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষকের পরিসংখ্যান

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার প্রায়)

সাল	অধ্যাপক		সহযোগী অধ্যাপক		সহকারী অধ্যাপক		প্রভাষক		অন্যান্য		মোট		সর্বমোট
	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	পাবলিক	বেসরকারি	
২০১৫	৩৫৩৬ (২৮)	২১১৮ (১৪)	২০৭২ (১৬)	১৩৩২ (৯)	৪১০৩ (৩৩)	৩০৯৫ (২১)	২৪৯৯ (২০)	৮০২৯ (৫৩)	৩২১ (৩)	৪৮৪ (৩)	১৩০৭২	১৫০৫৮	২৮১৩০
২০১৬	৩৬৯৯ (২৮)	২২৬৩ (১৫)	২১০৮ (১৬)	১৪০৭ (৯)	৪৩৫৭ (৩৩)	৩৩৪৬ (২১)	২৭৩৬ (২১)	৭৮৪২ (৫০)	১৭২ (১)	৬১৩ (৫)	১৩০৭২	১৫৫৭১	২৮৬৪৩
২০১৭	৩৯০৬ (২৮)	২৪০৩ (১৫)	২১৭৫ (১৬)	১৪৪০ (৯)	৪৭৩৮ (৩৪)	৩৪৭৪ (২২)	২৭২৮ (২০)	৮১৩৬ (৫০)	২৫২ (২)	৫৭৪ (৪)	১৩৭৯৯	১৬০২০	২৯৮১৯
২০১৮	৪১৬০ (২৯)	২১৬৫ (১৩)	২৩২০ (১৬)	১৪০৭ (৯)	৪৯৪১ (৩৪)	৩৬৫৮ (২৩)	২৮০৩ (১৯)	৮৪৫২ (৫৩)	২০৮ (২)	৩৯২ (২)	১৪৫৫৬	১৬০৭৪	৩০৬৩০
২০১৯	৪৪৩২ (২৯)	২১১৩ (১৩)	২৫৪১ (১৬)	১৪০৩ (৯)	৫১৬১ (৩৩)	৩৬১১ (২২)	৩১৫১ (২০)	৮৪৭৩ (৫৩)	২৩৯ (২)	৪৭০ (৩)	১৫৫২৪	১৬০৭০	৩১৫৯৪

৩০. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

(বন্ধনীর মধ্যে শতকরা হার)

সাল	পিএইচডি	অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রি	উচ্চতর ডিগ্রি ব্যতিরেকে	মোট
২০১৫	৪২৯৯ (৩৩)	১০১৩ (৮)	৬৮৫৬ (৫৭)	১২০৪৭
২০১৬	৪৩৮০ (৩৫)	৮৭০ (৭)	৭২৮১ (৫৮)	১২৫৩১
২০১৭	৪৭৬৬ (৩৫)	৯৮৫ (৭)	৭৮২৯ (৫৮)	১৩৫৮০
২০১৮	৫০১৫ (৩৫)	৭৬৬ (৬)	৮৫৩৮ (৫৯)	১৪৩২২
২০১৯	৫৩৪৭ (৩৪)	৩৩৮১ (২২)	৬৭৯৬ (৪৪)	১৫৫২৪

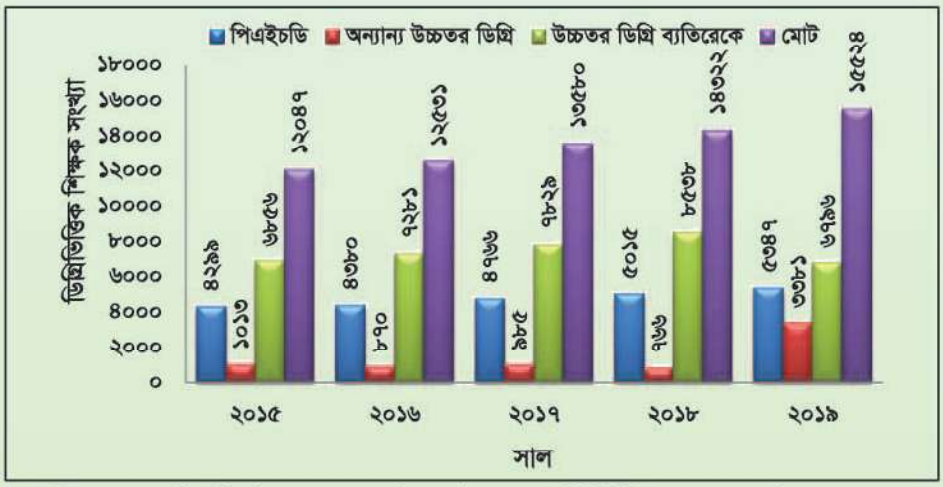

চিত্র ২০: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

৩১. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের ডিগ্রিভিত্তিক তুলনামূলক শিক্ষক সংখ্যা

সাল	সর্বমোট শিক্ষক	পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক
২০১৫	১৫০৫৮	২৯৮২
২০১৬	১৫৫৭১	৩১৫৯
২০১৭	১৬০২০	৩৪১৬
২০১৮	১৬০৭৪	৩১২০
২০১৯	১৬০৭০	৩২০৯

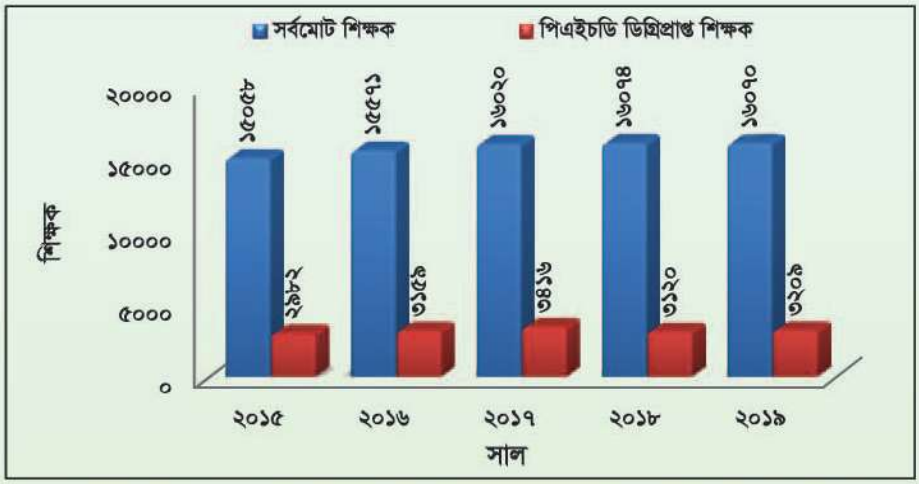

চিত্র ২১: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সর্বমোট ও পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষকের বিগত পাঁচ বছরের তুলনামূলক সংখ্যা

৩২. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত ও অঙ্গীভূত কলেজ ও শিক্ষক সংখ্যা

কলেজ সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
৪,০১০	১,১৮,৮৮৭	৩৯,৩৪২	১,৫৮,২২৯

৩৩. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত

বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৫			২০১৬			২০১৭			২০১৮			২০১৯		
	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত	শিক্ষক	শিক্ষার্থী	অনুপাত
পাবলিক	১২৫৩১	২৪৪৩৬৩	১:২০	১৩০৭২	২৬৪০৮৪	১:২০	১৩৫৮০	২৮৩৮৬৬	১:২১	১৪৩২২	২৮৪৩২২	১:২০	১৫২৯৩	২৯৭৯৫৭	১:১৯
বেসরকারি	১৫০৫৮	৩৫০১৩০	১:২৩	১৫৫৭১	৩৩৭১৫৭	১:২৬	১৬০২০	৩৫৪৩৩৩	১:২২	১৬০৭৪	৩৬১৭৯২	১:২৫	১৬০৭০	৩৪৯১৬০	১:২২

৩৪. ২০১৯ সালে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	সর্বমোট (শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত
পাবলিক	৮,১৭,৭০৭	১৫,৫২৪	৩৪,৫৭১	৮,৬৭,৮০২	১:২৩
বেসরকারি	৩,৪৯,১৬০	১৬,০৭০	১৩,১৯৫	৩,৭৮,৪২৫	১:২৬

৩৫. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিগত পাঁচ বছরের শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর অনুপাত

সাল	শিক্ষার্থী		কর্মকর্তা ও কর্মচারী		কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর অনুপাত	
	*পাবলিক	বেসরকারি	*পাবলিক	বেসরকারি	*পাবলিক	বেসরকারি
২০১৫	২,৪৪,৩৬৩	৩,৫০,১৩০	২৮,৩৪১	১১,০৬৪	১:৯	১:৩২
২০১৬	২,৬৪,০৮৪	৩,৩৭,১৫৭	২৯,৪১০	১১,২৯০	১:৯	১:৩০
২০১৭	২,৮৩,৮৬৬	৩,৫৪,৩৩৩	২৯,৭২২	১২,০৪১	১:১০	১:২৯
২০১৮	২,৮৪,৩২২	৩,৬১,৭৯২	৩০,৫৬৮	১২,৯৬৯	১:১১	১:২৮
২০১৯	২,৯৭,৯৫৭	৩,৪৯,১৬০	৩১,৮৩৯	১৩,১৯৫	১:১০	১:২৬

* পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয়, উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত/অঙ্গীভূত কলেজ/মাদ্রাসা ব্যতীত)

৩৬. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালসমূহের বিগত তিন বছরের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়

(টাকায়)

সাল	শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়	
	পাবলিক	বেসরকারি
২০১৭	১,৩৪,৪৩৮.১৫	৮১,১৮২.৫৪
২০১৮	১,৩৯,৭৯৯.১০	৭৭,৪৫১.২২
২০১৯	১,৪৯,৯৪০.৭৯	৭১,৫৩৬.০৫

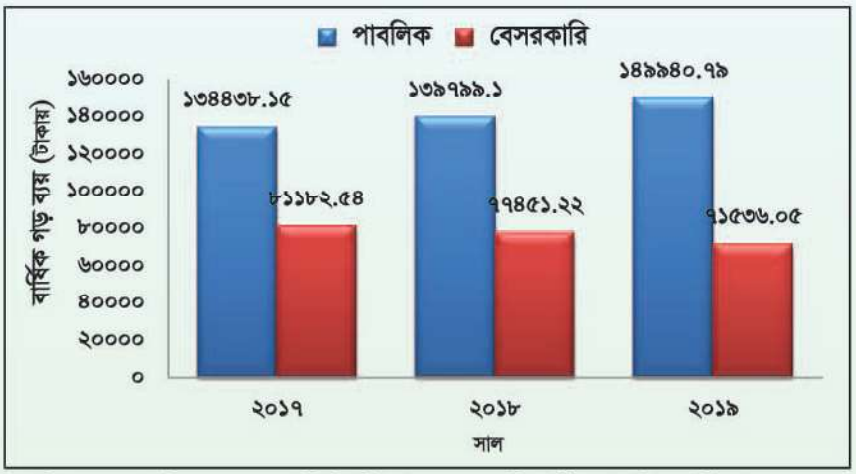

চিত্র ২২: পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয়

৩৭. ২০১৯ সালে ৪৩টি পাবলিক ও ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান

বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষার্থী	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট হল/ডরমিটরি সংখ্যা	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী			শিক্ষক		সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী		
			ছাত্র	ছাত্রী	মোট	বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট শিক্ষক	আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষক		কর্মকর্তা	কর্মচারী (৩য় শ্রেণি)	কর্মচারী (৪র্থ শ্রেণি)
* পাবলিক	২,৯৭,৯৫৭	২১১	৫৯,৩৩১	৪০,৩৯২	৯৯,৭২৩	১৫,২৯৩	৩,৩৯৫	৩১,৮৩৯	১,০৪৯	১,৪৮১	১,৭৩৫
বেসরকারি	৩,৪৯,১৬০	৮৮	৬,০৪৪	৩,৮৮৬	৯,৯৩০	১৬,০৭০	৪২৮	১৩,১৯৫	২৩৯	৯৯১	

* জাতীয়, বাংলাদেশ উন্মুক্ত ও ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত

চিত্র ২৩: ৪৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হার

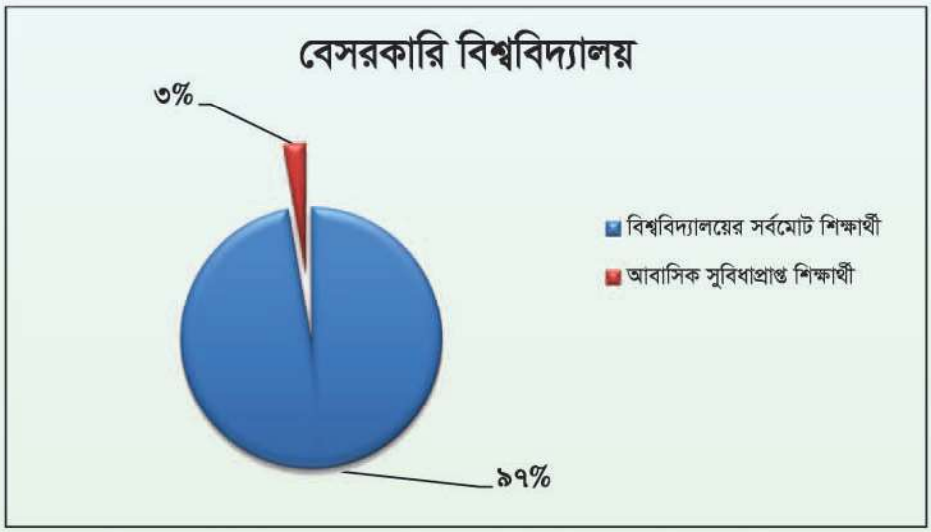

চিত্র ২৪: ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি) আবাসিক সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হার

৩৮. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্য

জনসংখ্যা অনুপাতে দেশে উচ্চশিক্ষার চাহিদার তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। সীমিত আসন সংখ্যা এবং জাতীয় শিক্ষা বাজেটে উচ্চশিক্ষা খাতে বরাদ্দ ঘাটতি থাকার কারণে উচ্চশিক্ষা বাধাগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণকল্পে ভারত, পাকিস্তান ও জাপানের আদলে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ জারি করে। পরবর্তীতে সংশোধিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯৮-এর ৩ নম্বর আইনে কতিপয় সংশোধনী আনা হয়।

দেশে মানসম্মত উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান আইন অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হওয়ায় তা রহিতক্রমে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়, যা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হওয়ার পর ১৮ জুলাই ২০১০ (৩ রা শ্রাবণ ১৪১৭) তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে এবং এর পরপরই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

৩৮.১ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতির শর্তাবলি

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক অনুমতি পত্রের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে:

(১) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) এবং অন্যূন ০৯ (নয়) সদস্যবিশিষ্ট একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করতে হবে;

(২) সাময়িক অনুমতির লক্ষ্যে কোনো প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তার শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক পূর্বানুমোদিত হতে হবে;

(৩) কোনো প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্স এর জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে;

(৪) প্রারম্ভিক অবস্থায় একটি প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যূন তিনটি অনুষদ এবং উক্ত অনুষদের অধীন অন্যূন ছয়টি বিভাগ থাকতে হবে;

(৫) প্রতিটি অনুষদের বিপরীতে মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকতে হবে;

(৬) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যূন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, সেমিনার কক্ষ, অফিস কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কক্ষের পর্যাপ্ত স্থান ও অবকাঠামো থাকতে হবে;

(৭) প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সংরক্ষিত তহবিল (reserve fund) হিসাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অন্যূন ৫ (পাঁচ) কোটি, অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য অন্যূন ৩ (তিন) কোটি এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১.৫ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা থাকতে হবে;

(৮) প্রারম্ভিকভাবে প্রস্তাবিত কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যূন ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট নিজস্ব বা ভাড়াকৃত ভবনে অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা যাবে। কিন্তু, অস্থায়ীভাবে স্থাপনের তারিখ হতে ৭ (সাত) বছরের মধ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ১ (এক) একর পরিমাণ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য অন্যূন ২ (দুই) একর পরিমাণ নিষ্কণ্টক, অখণ্ড দায়মুক্ত জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থায়ীভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপন করতে হবে;

(৯) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত পূর্ণকালীন শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম শতকরা ছয় ভাগ তন্মধ্যে শতকরা তিনভাগ আসন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শতকরা তিন ভাগ আসন প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের মেধাবী অথচ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য সংরক্ষণপূর্বক এই সকল শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করতে হবে এবং প্রতি শিক্ষাবছরে অধ্যয়নরত এইরূপ শিক্ষার্থীর তালিকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে দাখিল করতে হবে;

(১০) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্ত শিক্ষার্থীদের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মানদণ্ডে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শিক্ষার্থী ফি কাঠামো প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করবে;

(১১) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য উপযুক্ত বেতন কাঠামো ও চাকরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করবে;

(১২) প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সাধারণ তহবিল থাকবে এবং প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত সাধারণ তহবিলে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সংগৃহীত বেতন, ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ জমা করে সেখান থেকে ব্যয় করবে।

৩৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস, স্থাপনা ও পরিচালনার বিগত ২ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৮	২০১৯
১.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস	২১	২৪
২.	বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে নয় তবে ফাউন্ডেশনের নামের জমিতে অবকাঠামো এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	০২	০২
৩.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে আংশিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	১৮	১৭
৪.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে নির্মিত ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	০২	০৩
৫.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণাধীন	০৫	০৯
৬.	আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ শুরু করে নাই	০৭	২০
৭.	সরকার কর্তৃক বন্ধকৃত, তবে আদালতের স্থগিতাদেশ নিয়ে পরিচালিত	০২	০২
৮.	সরকার কর্তৃক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পায়	০৭	০২

৪০. বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর তথ্য

(ক) আলোচ্য বছরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচ, স্কলারশিপ এবং ওয়েভারপ্রাপ্ত সর্বমোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৯,০৯৮ জন, ৬৭,০৪১ জন এবং ১,৮৪,৯৮৬ জন।

(খ) মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান; তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনায় রেখে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা যাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে জন্য 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' এ মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৩ ভাগ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর আওতায় আলোচ্য বছরে সর্বমোট ৭,৪৮২ জন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনাখরচে অধ্যয়নরত আছে।

(গ) উচ্চশিক্ষার সুযোগ সর্বস্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' এ মোট আসনের শতকরা ৩ ভাগ দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষণ করেছে। এর আওতায় আলোচ্য বছরে সর্বমোট ৩০,১৭৭ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী বিনাখরচে অধ্যয়ন করছে।